দু' টাকা বারো আনা

চিত্র শিল্পী

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ও

যোগেন চট্টোপাধ্যায়

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত
ও উদয়ন প্রেস ৬ কলেজ রো হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ সেন কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

হে মোর মানস-প্রিয়া, পৃথিবীর পান্থশালায়,
যুগে যুগে হল দেখা বারবার তোমায় আমায়।
কপোল-সীমান্তে তাই এঁকে দিনু চিত্র-আলিম্পন,
গোধূলির অন্তরালে পুষ্পমাল্যে রচিয়া বন্ধন।

—কবি—

কলিকাতা
বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

এই লেখকের অন্যান্য বই

হংসদূত

মুমূর্ষু পৃথিবী

পলাশী

অস্তাচল

এগারোই ফাল্গুন

মাটির পরশ

অনুসন্ধান

মানস পদ্ম

মণিকুন্তল

অঞ্জনা

পুষ্পবাণ

ভূমিকা

সাবিত্রীর অমর প্রেমের কাহিনী যেমন প্রাচ্যসাহিত্যের অতুল সম্পদ হয়ে আছে, পাশ্চাত্য সাহিত্যেও তেমনি গোটের 'ফাউস্ট' এবং ম্যাক্সিম গোর্কীর 'ডেথ এণ্ড দি মেডেন' গৌরবের স্থান অধিকার করেছে—কালের সীমা অতিক্রম করে, যুগ যুগান্তর ধরে নারীর প্রণয় গৌরবের অনির্বাণ দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়েছে মানুষের প্রেমের আদর্শ, যে আদর্শের কাছে মৃত্যু হ'ল পরাজিত, একনিষ্ঠ সাধনার বিজয়মাল্যে ভূষিতা হ'ল নারী—প্রেমের পূর্ণ প্রতীক।

'ডেথ এণ্ড দি মেডেন' ছাড়া অন্য কোন প্রণয়কাব্য ম্যাক্সিম গোর্কী লিখেছিলেন কিনা, জানি না। ঔপন্যাসিক হিসাবে গোর্কীর দান বিশ্বসাহিত্যের মণি-মেখলায় চিরন্তন হয়ে থাকবে। গোর্কী ছিলেন 'বাস্তব বাদী' কথা-শিল্পী, জীবনের দৈনন্দিন আনন্দ ও বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্বসভ্যতার মাঝখানে মাথা তুলে তারা জানিয়েছে জীবনের দাবী, যে দাবী পৃথিবী কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না। 'ডেথ এণ্ড দি মেডেন' তার সেই 'বস্তু তান্ত্রিক' সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়! এ যেন কল্পলোকের আর এক অভিনব সৃষ্টি! এখানে জীবনের দাবী নাই, আছে প্রাণের দাবী। যে দাবীর কাছে শাসকের ভ্রূকুটি ম্লান হয়ে যায়, মৃত্যু পরাজিত হয়ে আপন হাতে পরিয়ে দেয় নারীর কণ্ঠে প্রণয়ের জয়মাল্য—প্রেম হয় গরীয়ান; পার্থিব ভালবাসা অমর হয় অপার্থিব গৌরবের দীপ্তিতে।

যৌবন মানস বনে মেলি শতদল
চাহিল যে সূর্যমুখী মোর মুখপানে,
তৃষাতুর চিত্ত তারে অর্ঘ্য দিল প্রেম
ছন্দহারা জীবনের ভাষাহীন গানে।
কালো দুটি আঁখিতারা নীরবে কখন,
অঞ্জন আঁকিয়া দিল মৌন আঁখিপাতে,
সলাজ-উজ্জ্বল বিভা লীলালাস্যভরে
রচিল স্বপন মায়া চিত্ত আঙিনাতে।
সে মোর মানসপ্রিয়া সাজায় বাসর
বসন অঞ্চল পাতি শ্যাম তৃণ দলে,
নিভৃত অন্তর্লোকে সোহাগ দীপালি
অন্তহীন প্রণয়ের স্মৃতি দীপ জ্বলে।

— ধ
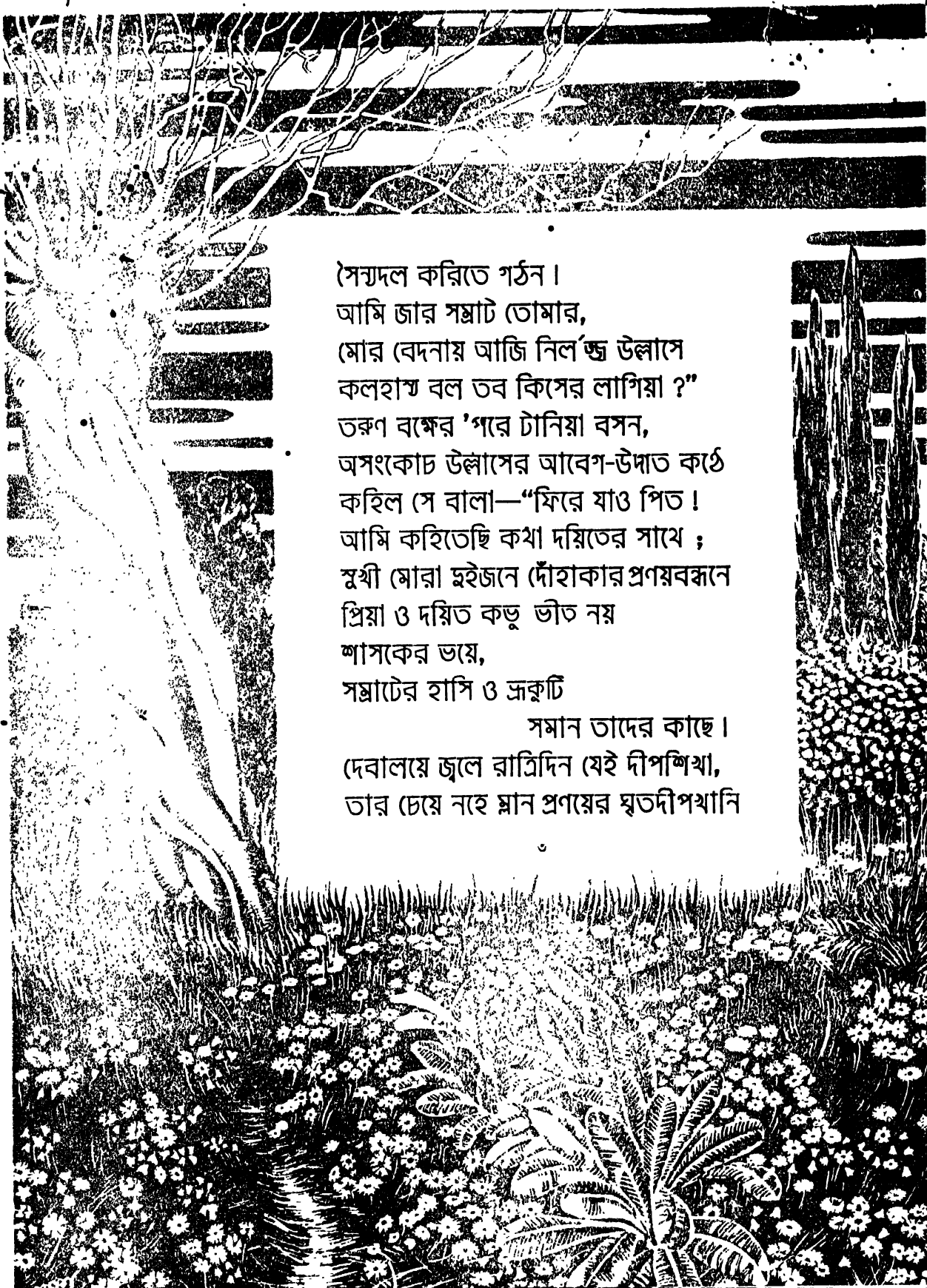
বসন্তের সোনালি পাখায়
লেগেছে রূপের ছোঁয়া ;
পথপ্রান্তে বনবীথিকায়
ফুটেছে মরশুমি ফুল !
অপমান গ্লানি বহি ফিরিতেছে
রণক্ষেত্র হতে
পল্লী-পথে, পরাজিত পারিষদ সহ,
ক্ষুব্ধচিত্ত জার, রুদ্ধবেগ ক্রোধবহ্নি লয়ে ;
সহসা পশ্চাতে উঠিল ধ্বনিয়া
বালিকার অট্টহাসি কুঞ্জ-অন্তরালে !
ক্রূর কটাক্ষের সাথে ভ্রূযুগল হইল কুঞ্চিত;
অশ্ববেগ শ্লথ করি,
পশ্চাতে চাহিল ফিরে বিক্ষুব্ধ সম্রাট ;
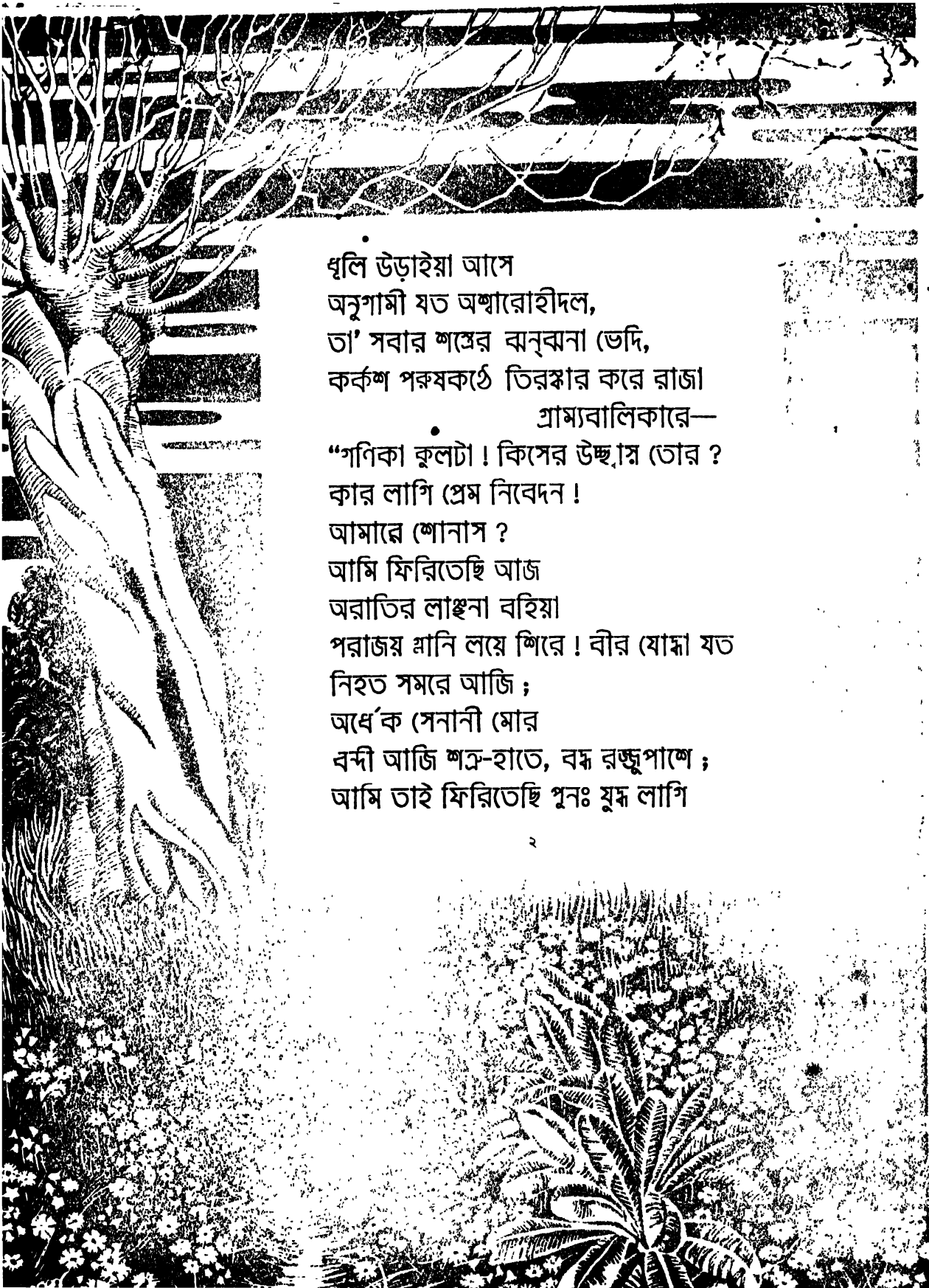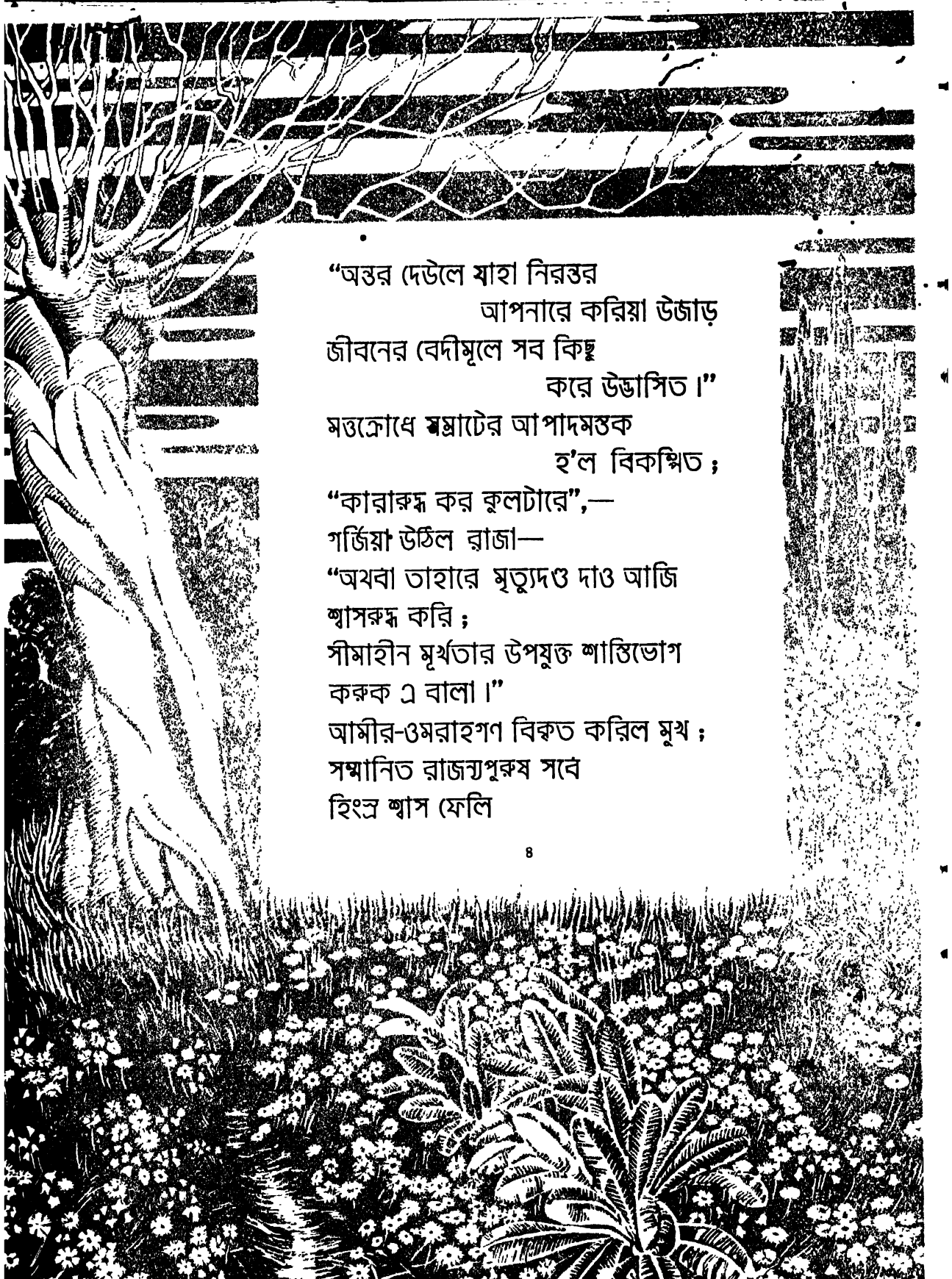
ধূলি উড়াইয়া আসে
অনুগামী যত অশ্বারোহীদল,
তা' সবার শস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ভেদি,
কর্কশ পরুষকণ্ঠে তিরস্কার করে রাজা
গ্রাম্যবালিকারে—
"গণিকা কুলটা! কিসের উচ্ছ্বাস তোর?
কার লাগি প্রেম নিবেদন!
আমারে শোনাস?
আমি ফিরিতেছি আজ
অরাতির লাঞ্ছনা বহিয়া
পরাজয় গ্লানি লয়ে শিরে! বীর যোদ্ধা যত
নিহত সমরে আজি;
অর্ধেক সেনানী মোর
বন্দী আজি শত্রু-হাতে, বদ্ধ রজ্জুপাশে;
আমি তাই ফিরিতেছি পুনঃ যুদ্ধ লাগি
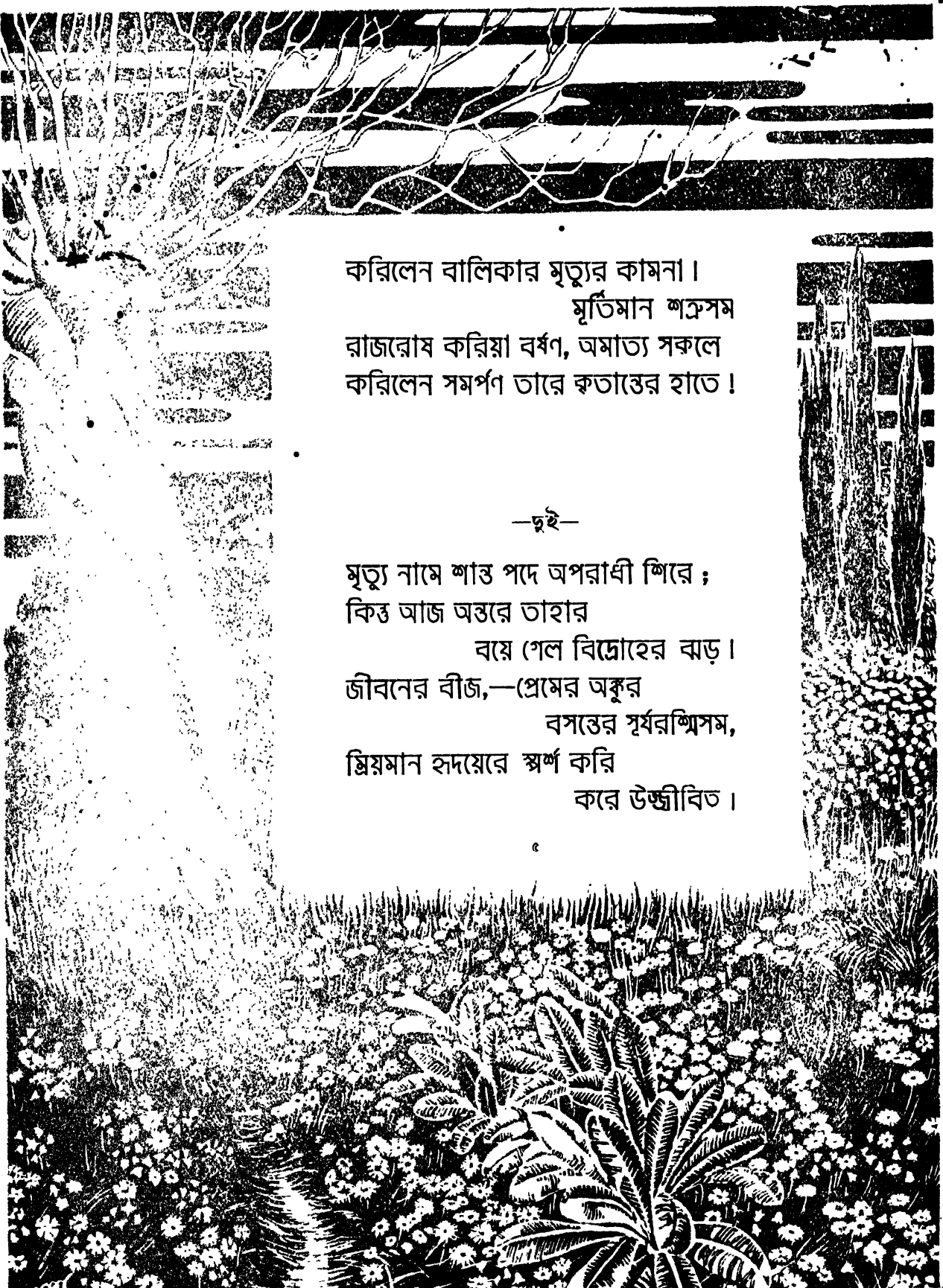
সৈন্যদল করিতে গঠন।
আমি জার সম্রাট তোমার,
মোর বেদনায় আজি নির্লজ্জ উল্লাসে
কলহাস্য বল তব কিসের লাগিয়া ?"
তরুণ বক্ষের 'পরে টানিয়া বসন,
অসংকোচ উল্লাসের আবেগ-উদাত্ত কণ্ঠে
কহিল সে বালা—"ফিরে যাও পিত !
আমি কহিতেছি কথা দয়িতের সাথে ;
সুখী মোরা দুইজনে দোঁহাকার প্রণয়বন্ধনে
প্রিয়া ও দয়িত কভু ভীত নয়
শাসকের ভয়ে,
সম্রাটের হাসি ও ভ্রূকুটি
সমান তাদের কাছে।
দেবালয়ে জ্বলে রাত্রিদিন যেই দীপশিখা,
তার চেয়ে নহে ম্লান প্রণয়ের ঘৃতদীপখানি
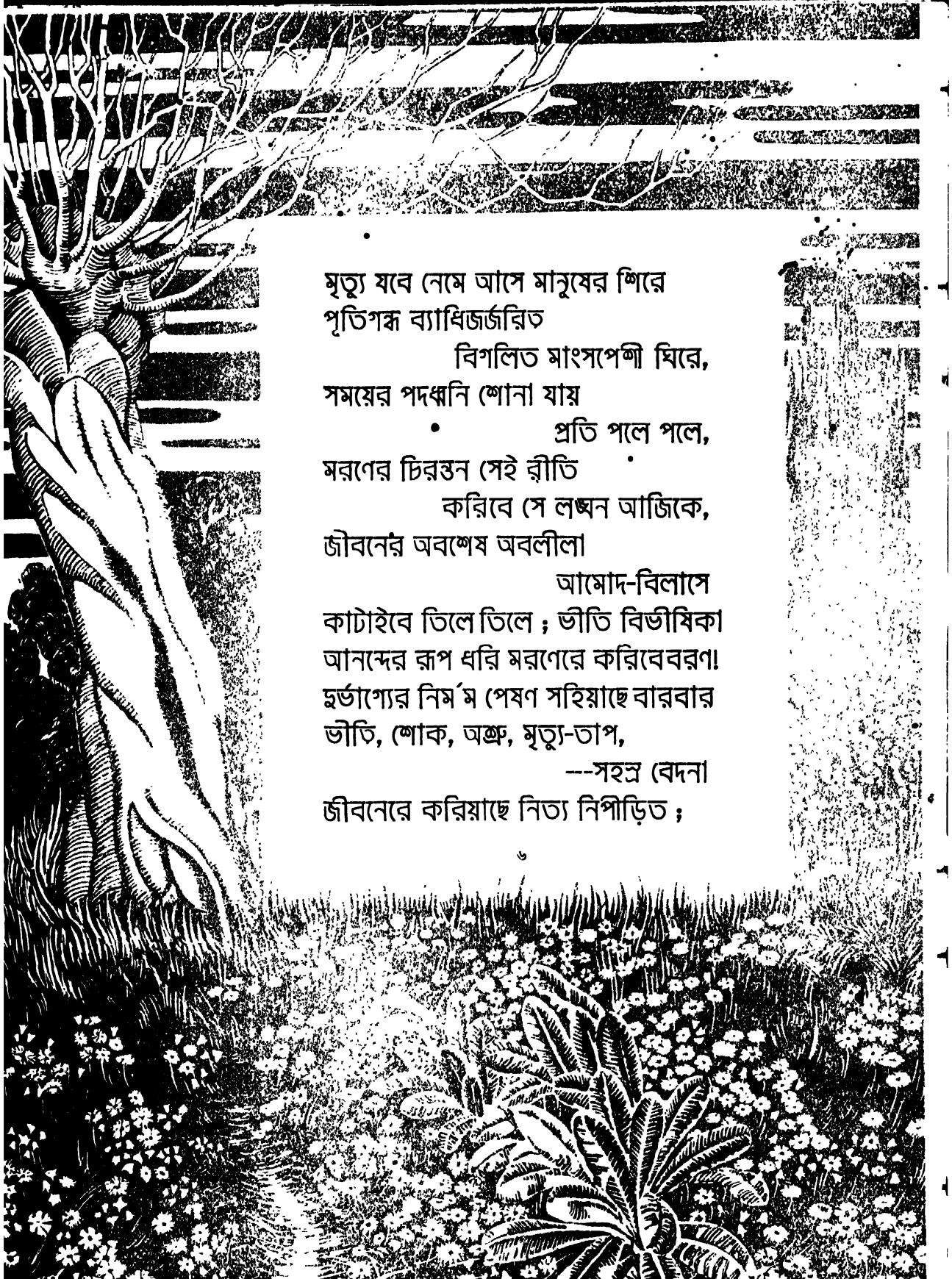
"অন্তর দেউলে যাহা নিরন্তর
আপনারে করিয়া উজাড়
জীবনের বেদীমূলে সব কিছু
করে উদ্ভাসিত।"
মত্তক্রোধে সম্রাটের আপাদমস্তক
হ'ল বিকম্পিত ;
"কারারুদ্ধ কর কুলটারে",—
গর্জিয়া উঠিল রাজা—
"অথবা তাহারে মৃত্যুদণ্ড দাও আজি
শ্বাসরুদ্ধ করি ;
সীমাহীন মূর্খতার উপযুক্ত শাস্তিভোগ
করুক এ বালা।"
আমীর-ওমরাহগণ বিকৃত করিল মুখ ;
সম্মানিত রাজন্যপুরুষ সবে
হিংস্র শ্বাস ফেলি

করিলেন বালিকার মৃত্যুর কামনা।
মূর্তিমান শত্রুসম
রাজরোষ করিয়া বর্ষণ, অমাত্য সকলে
করিলেন সমর্পণ তারে কৃতান্তের হাতে !

—দুই—

মৃত্যু নামে শান্ত পদে অপরাধী শিরে ;
কিন্ত আজ অন্তরে তাহার
বয়ে গেল বিদ্রোহের ঝড়।
জীবনের বীজ,—প্রেমের অঙ্কুর
বসন্তের সূর্যরশ্মিসম,
ম্রিয়মান হৃদয়েরে স্পর্শ করি
করে উজ্জীবিত।

মৃত্যু যবে নেমে আসে মানুষের শিরে
পূতিগন্ধ ব্যাধিজর্জরিত
বিগলিত মাংসপেশী ঘিরে,
সময়ের পদধ্বনি শোনা যায়
প্রতি পলে পলে,
মরণের চিরন্তন সেই রীতি
করিবে সে লঙ্ঘন আজিকে,
জীবনের অবশেষ অবলীলা
আমোদ-বিলাসে
কাটাইবে তিলে তিলে ; ভীতি বিভীষিকা
আনন্দের রূপ ধরি মরণেরে করিবে বরণ।
দুর্ভাগ্যের নির্মম পেষণ সহিয়াছে বারবার
ভীতি, শোক, অশ্রু, মৃত্যু-তাপ,
---সহস্র বেদনা
জীবনেরে করিয়াছে নিত্য নিপীড়িত ;
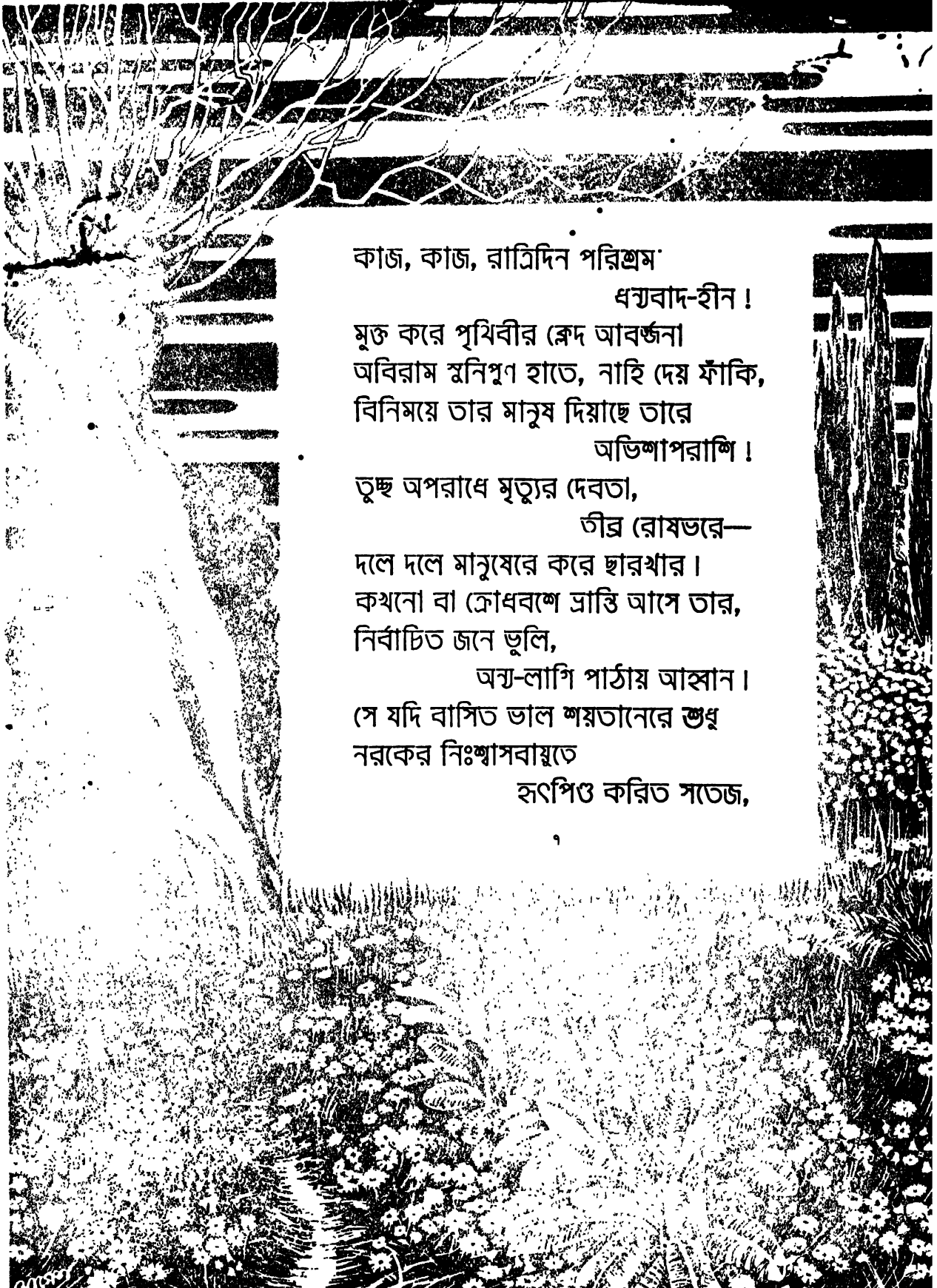
কাজ, কাজ, রাত্রিদিন পরিশ্রম
ধন্যবাদ-হীন !
মুক্ত করে পৃথিবীর ক্লেদ আবর্জ্জনা
অবিরাম সুনিপুণ হাতে, নাহি দেয় ফাঁকি,
বিনিময়ে তার মানুষ দিয়াছে তারে
অভিশাপরাশি !
তুচ্ছ অপরাধে মৃত্যুর দেবতা,
তীব্র রোষভরে—
দলে দলে মানুষেরে করে ছারখার।
কখনো বা ক্রোধবশে ভ্রান্তি আসে তার,
নির্বাচিত জনে ভুলি,
অন্য-লাগি পাঠায় আহ্বান।
সে যদি বাসিত ভাল শয়তানেরে শুধু
নরকের নিঃশ্বাসবায়ুতে
হৃৎপিণ্ড করিত সতেজ,
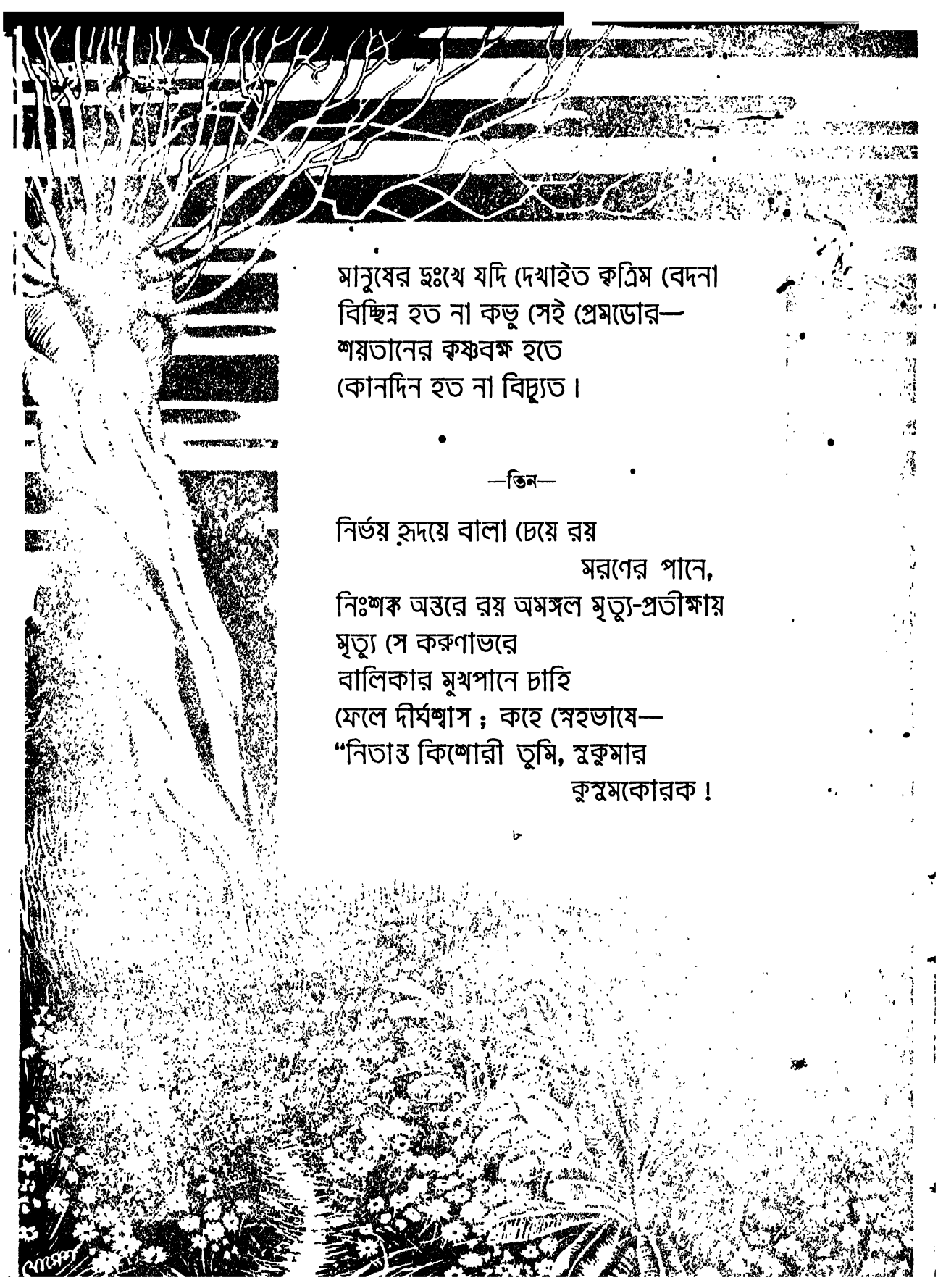
মানুষের দুঃখে যদি দেখাইত কৃত্রিম বেদনা
বিচ্ছিন্ন হত না কভু সেই প্রেমডোর—
শয়তানের কৃষ্ণবক্ষ হতে
কোনদিন হত না বিচ্যুত।

—তিন—

নির্ভয় হৃদয়ে বালা চেয়ে রয়
মরণের পানে,
নিঃশঙ্ক অন্তরে রয় অমঙ্গল মৃত্যু-প্রতীক্ষায়
মৃত্যু সে করুণাভরে
বালিকার মুখপানে চাহি
ফেলে দীর্ঘশ্বাস ; কহে স্নেহভাষে—
"নিতান্ত কিশোরী তুমি, সুকুমার
কুসুমকোরক !

এতো নয় সময় তোমার
বিশ্ব হতে বিদায় নেবার।
কেন মিছে সম্রাটের জাগাইলে রোষ
প্রগল্‌ভতা-বশে ?
তারি লাগি বাধ্য আজি আমি
মৃত্যুদণ্ড দিতে।"
শান্ত স্বরে কহে বালা, উদ্বেগবিহীন কণ্ঠে
"অন্যজনা মোর 'পরে ক্রুদ্ধ আজি তাই,
তব মনে ক্রোধ জাগে কেন ?
সবুজ পল্লবে ঘেরা লতাকুঞ্জতলে
আমি ছিনু আত্মভোলা
প্রণয়ের প্রথম চুম্বনে,
আনমনা, সেই ক্ষণে সম্রাটের কথা
কেমনে জাগিবে মোর মনে ?
পরাজিত জার---ক্রোধান্বিত অগ্নিমূর্তি
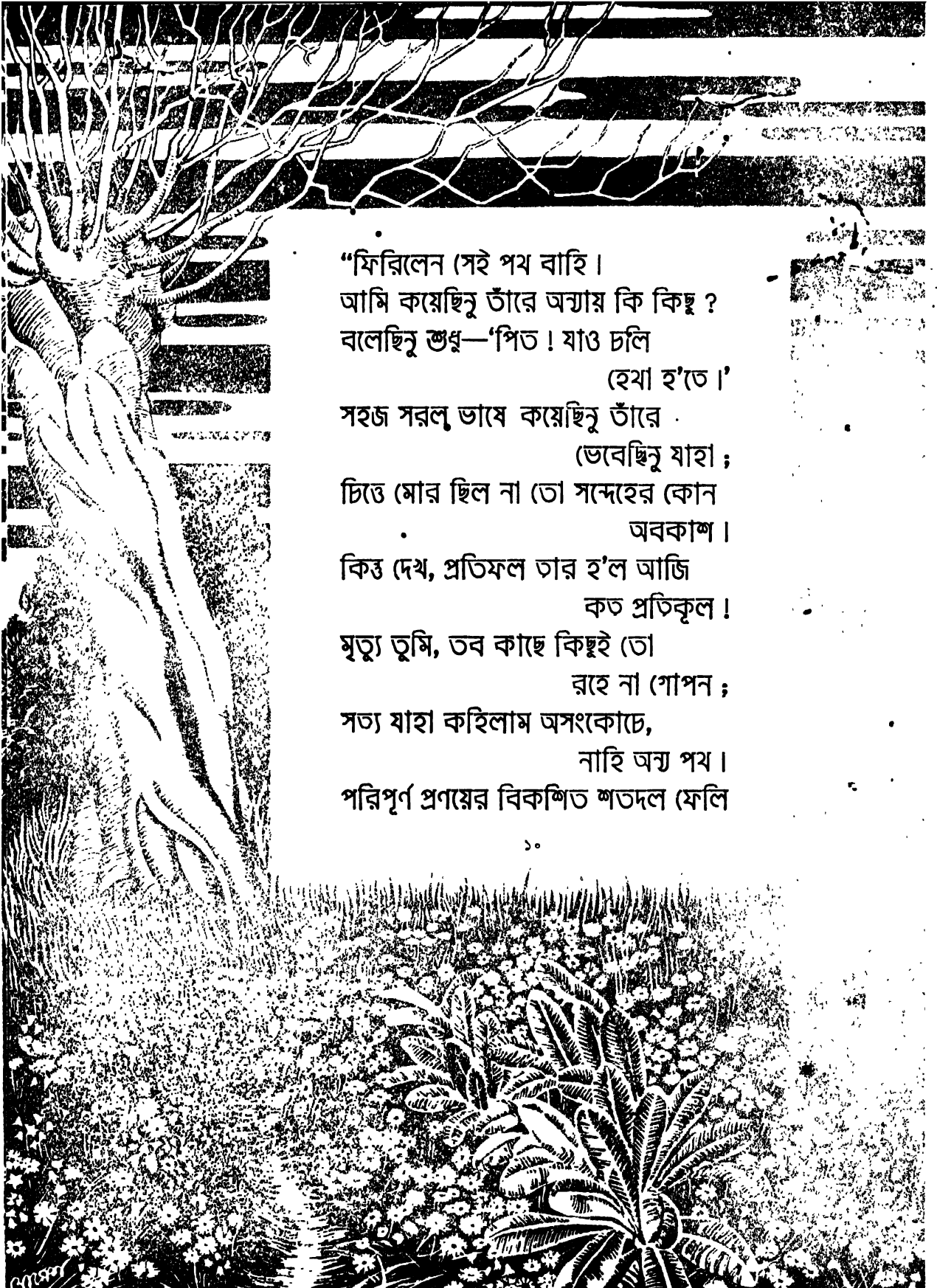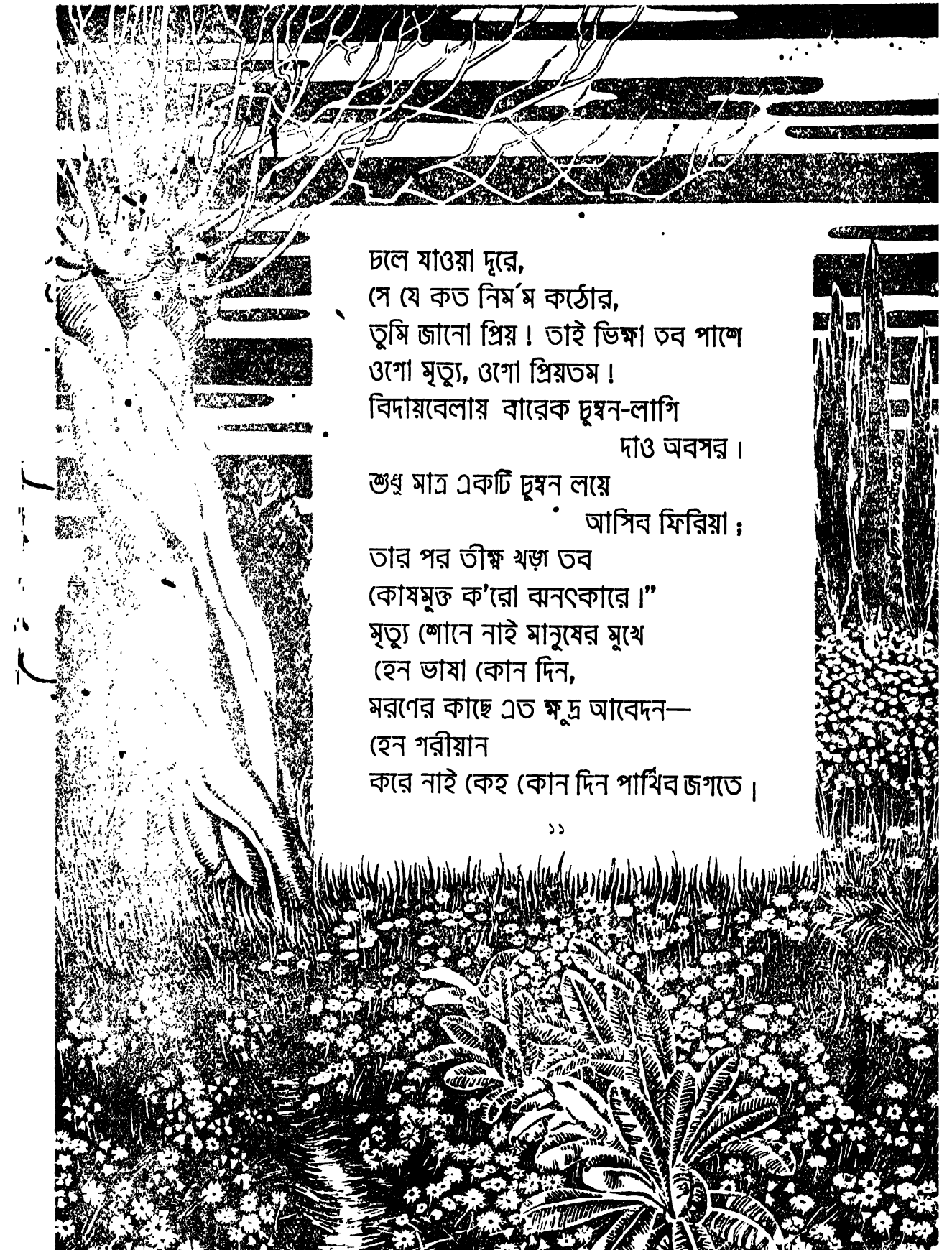
"ফিরিলেন সেই পথ বাহি।
আমি কয়েছিনু তাঁরে অন্যায় কি কিছু ?
বলেছিনু শুধু—'পিত! যাও চলি
হেথা হ'তে।'
সহজ সরল ভাষে কয়েছিনু তাঁরে
ভেবেছিনু যাহা;
চিত্তে মোর ছিল না তো সন্দেহের কোন
অবকাশ।
কিন্তু দেখ, প্রতিফল তার হ'ল আজি
কত প্রতিকূল!
মৃত্যু তুমি, তব কাছে কিছুই তো
রহে না গোপন;
সত্য যাহা কহিলাম অসংকোচে,
নাহি অন্য পথ।
পরিপূর্ণ প্রণয়ের বিকশিত শতদল ফেলি

চলে যাওয়া দূরে,
সে যে কত নির্মম কঠোর,
তুমি জানো প্রিয়! তাই ভিক্ষা তব পাশে
ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়তম!
বিদায়বেলায় বারেক চুম্বন-লাগি
দাও অবসর।
শুধু মাত্র একটি চুম্বন লয়ে
আসিব ফিরিয়া;
তার পর তীক্ষ্ণ খড়্গ তব
কোষমুক্ত ক'রো ঝনৎকারে।"
মৃত্যু শোনে নাই মানুষের মুখে
হেন ভাষা কোন দিন,
মরণের কাছে এত ক্ষুদ্র আবেদন—
হেন গরীয়ান
করে নাই কেহ কোন দিন পার্থিব জগতে।
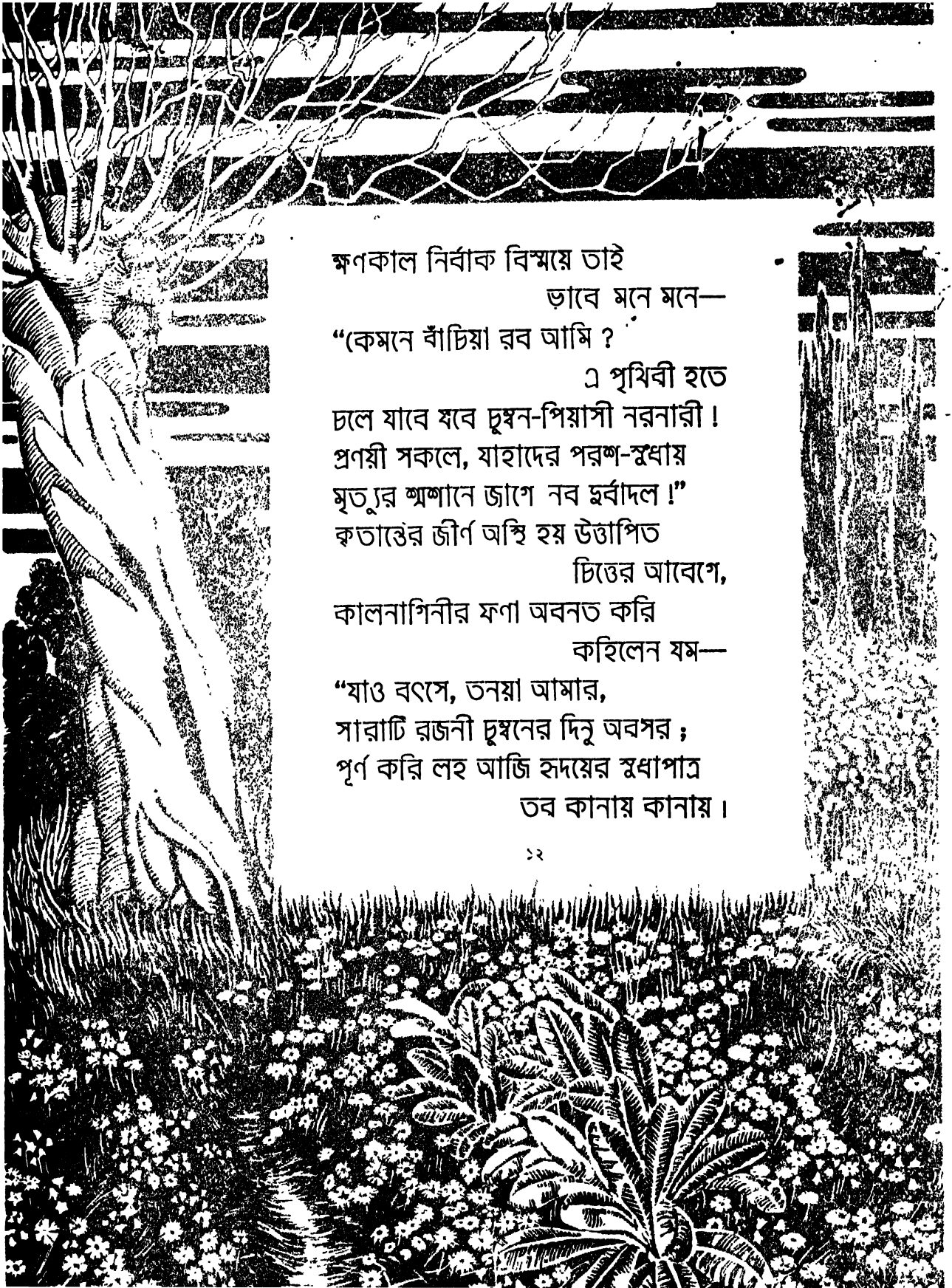
ক্ষণকাল নির্বাক বিস্ময়ে তাই
ভাবে মনে মনে—
"কেমনে বাঁচিয়া রব আমি ?
এ পৃথিবী হতে
চলে যাবে যবে চুম্বন-পিয়াসী নরনারী !
প্রণয়ী সকলে, যাহাদের পরশ-সুধায়
মৃত্যুর শ্মশানে জাগে নব দূর্বাদল !"
কৃতান্তের জীর্ণ অস্থি হয় উত্তাপিত
চিত্তের আবেগে,
কালনাগিনীর ফণা অবনত করি
কহিলেন যম—
"যাও বৎসে, তনয়া আমার,
সারাটি রজনী চুম্বনের দিনু অবসর ;
পূর্ণ করি লহ আজি হৃদয়ের সুধাপাত্র
তব কানায় কানায় ।
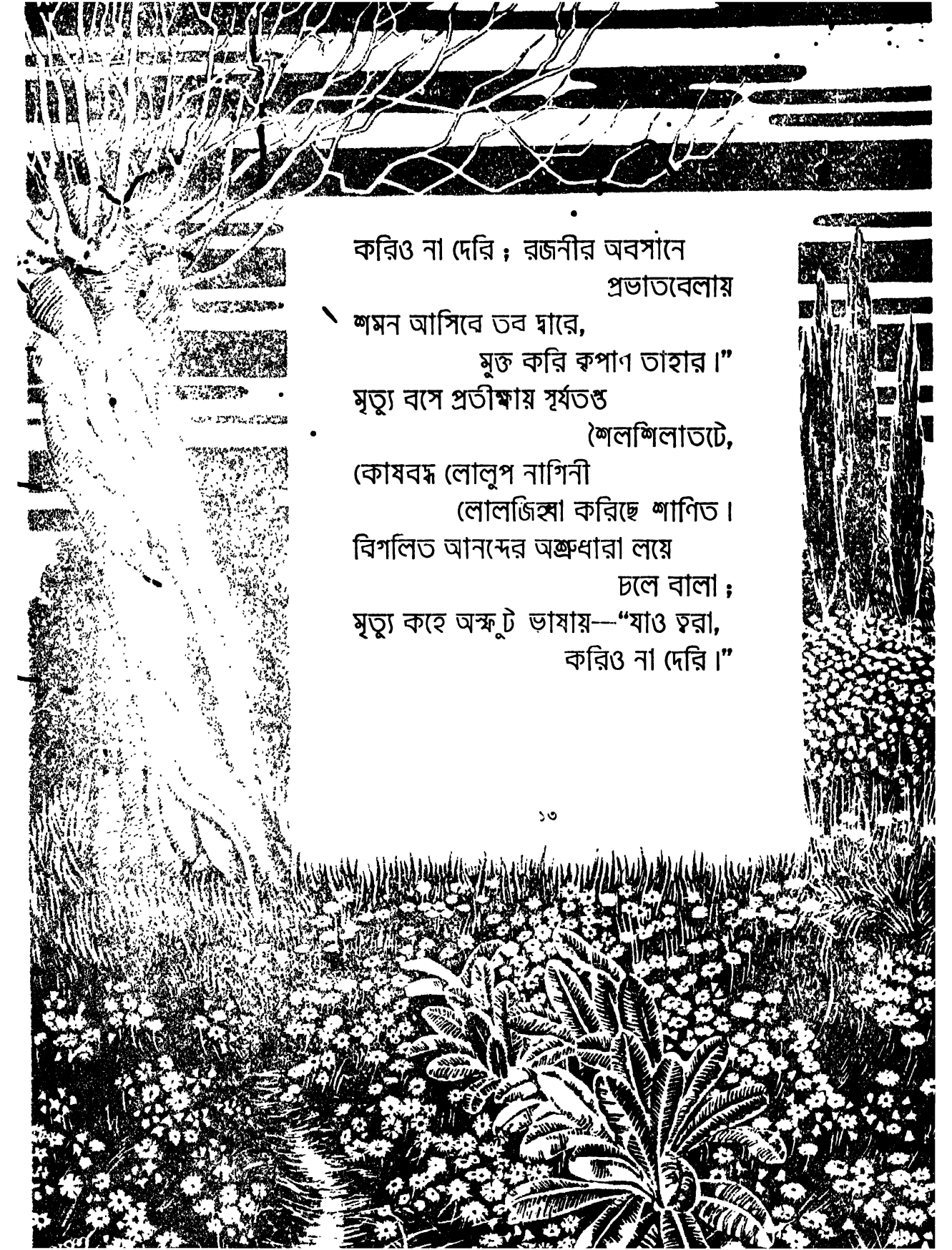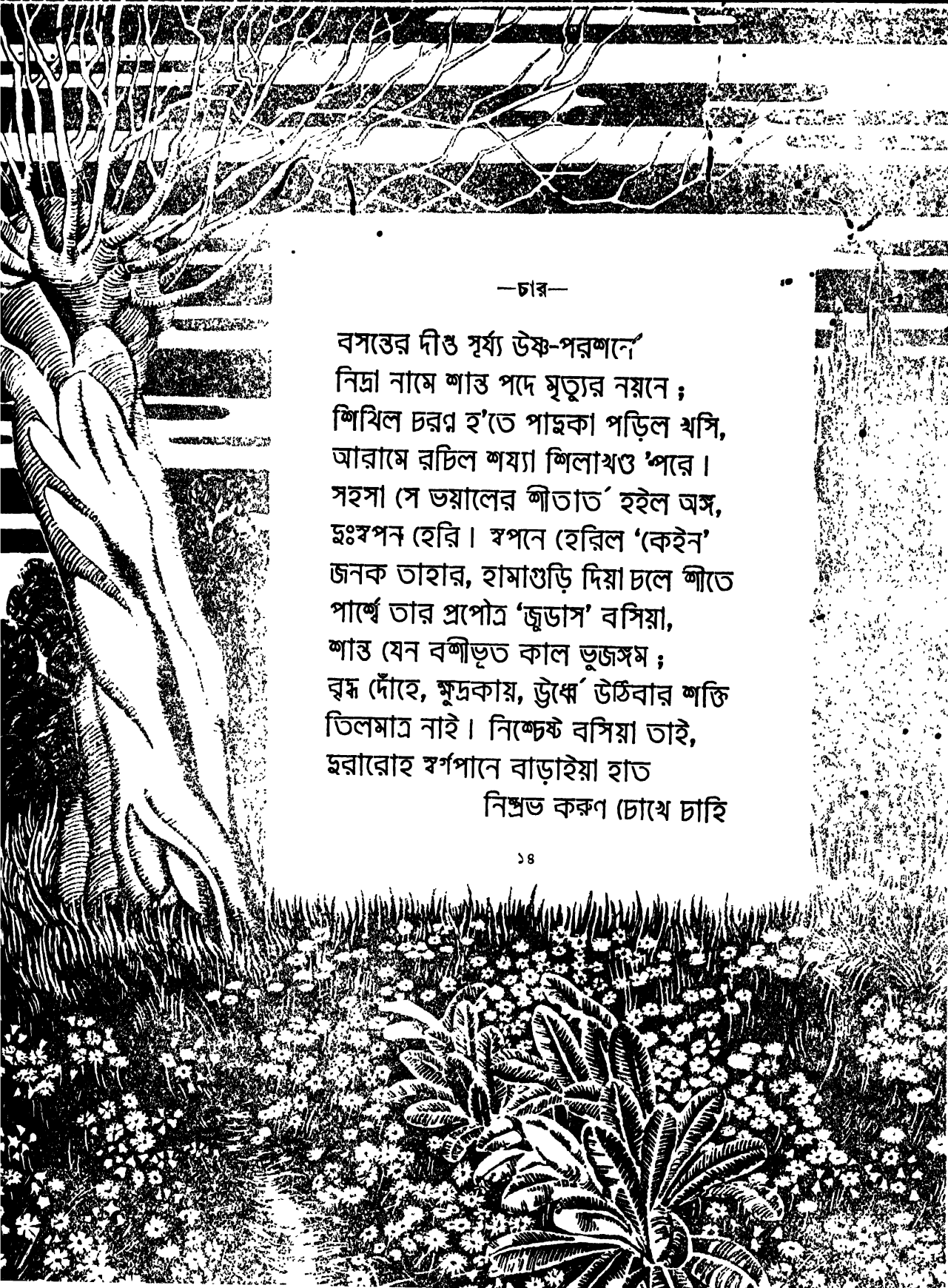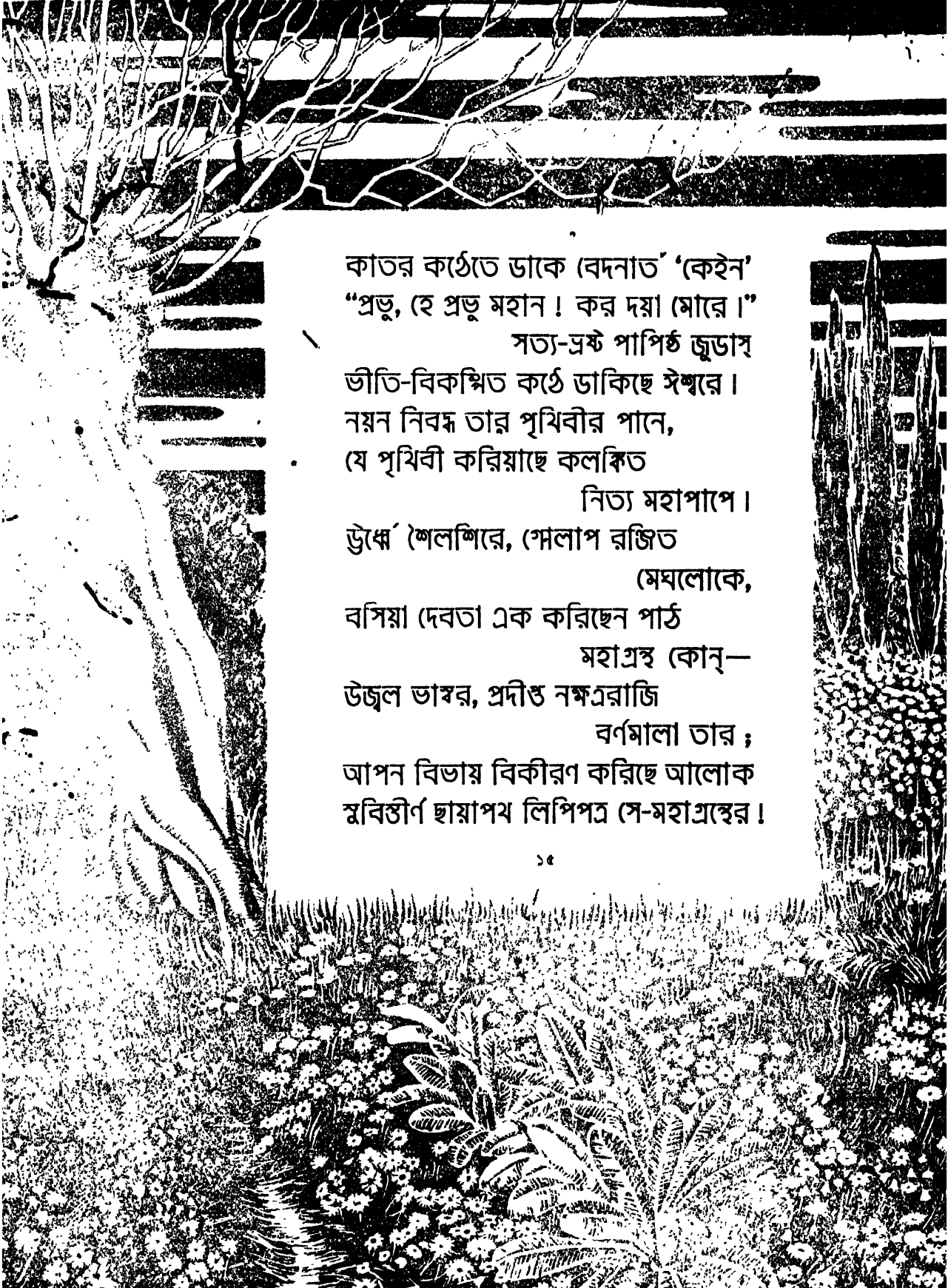
করিও না দেরি ; রজনীর অবসানে
প্রভাতবেলায়
শমন আসিবে তব দ্বারে,
মুক্ত করি কৃপাণ তাহার।"
মৃত্যু বসে প্রতীক্ষায় সূর্যতপ্ত
শৈলশিলাতটে,
কোষবদ্ধ লোলুপ নাগিনী
লোলজিহ্বা করিছে শাণিত।
বিগলিত আনন্দের অশ্রুধারা লয়ে
চলে বালা ;
মৃত্যু কহে অস্ফুট ভাষায়—"যাও ত্বরা,
করিও না দেরি।"

—চার—

বসন্তের দীপ্ত সূর্য্য উষ্ণ-পরশনে
নিদ্রা নামে শান্ত পদে মৃত্যুর নয়নে ;
শিথিল চরণ হ'তে পাদুকা পড়িল খসি,
আরামে রচিল শয্যা শিলাখণ্ড 'পরে।
সহসা সে ভয়ালের শীতার্ত হইল অঙ্গ,
দুঃস্বপন হেরি। স্বপনে হেরিল 'কেইন'
জনক তাহার, হামাগুড়ি দিয়া চলে শীতে
পার্শ্বে তার প্রপৌত্র 'জুডাস' বসিয়া,
শান্ত যেন বশীভূত কাল ভুজঙ্গম ;
বৃদ্ধ দোঁহে, ক্ষুদ্রকায়, ঊর্দ্ধে উঠিবার শক্তি
তিলমাত্র নাই। নিশ্চেষ্ট বসিয়া তাই,
দুরারোহ স্বর্গপানে বাড়াইয়া হাত
নিষ্প্রভ করুণ চোখে চাহি

কাতর কণ্ঠেতে ডাকে বেদনার্ত 'কেইন'
"প্রভু, হে প্রভু মহান! কর দয়া মোরে।"
সত্য-ভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ জুডাস্
ভীতি-বিকম্পিত কণ্ঠে ডাকিছে ঈশ্বরে।
নয়ন নিবদ্ধ তার পৃথিবীর পানে,
যে পৃথিবী করিয়াছে কলঙ্কিত
নিত্য মহাপাপে।
ঊর্ধ্বে শৈলশিরে, গোলাপ রঞ্জিত
মেঘলোকে,
বসিয়া দেবতা এক করিছেন পাঠ
মহাগ্রন্থ কোন্—
উজ্জ্বল ভাস্বর, প্রদীপ্ত নক্ষত্ররাজি
বর্ণমালা তার;
আপন বিভায় বিকীরণ করিছে আলোক
সুবিস্তীর্ণ ছায়াপথ লিপিপত্র সে-মহাগ্রন্থের!
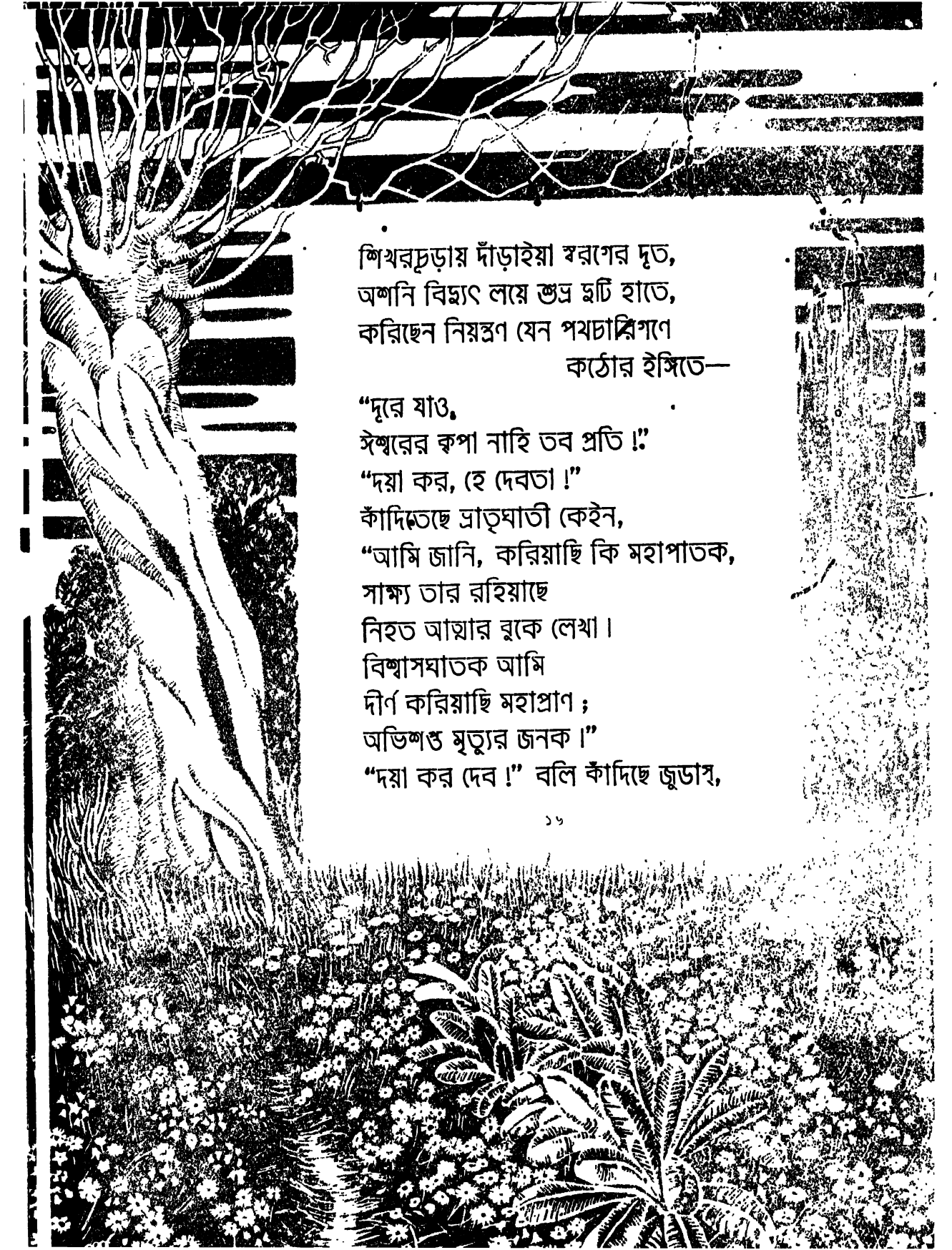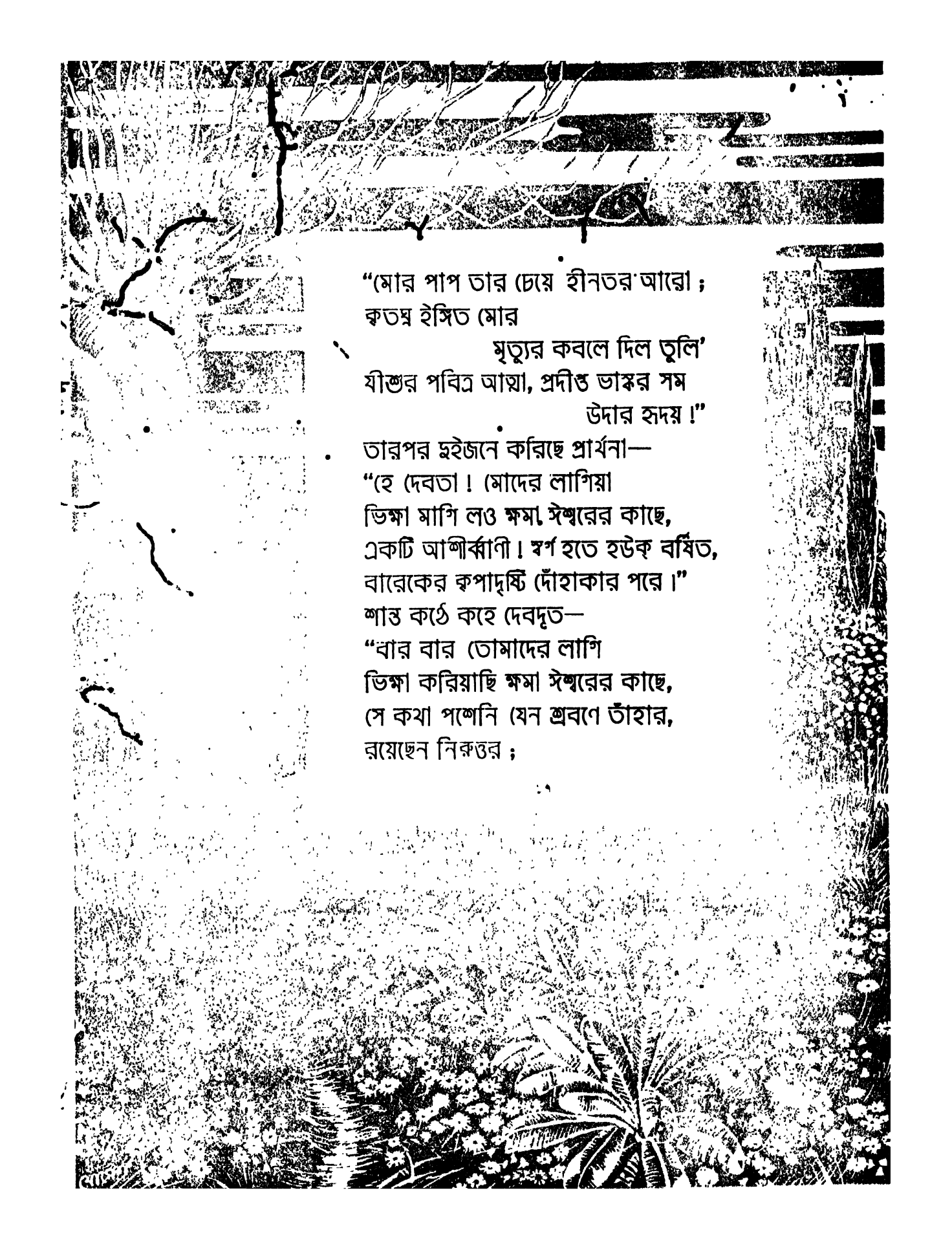
শিখরচূড়ায় দাঁড়াইয়া স্বরগের দূত,
অশনি বিদ্যুৎ লয়ে শুভ্র দুটি হাতে,
করিছেন নিয়ন্ত্রণ যেন পথচারিগণে
কঠোর ইঙ্গিতে—

"দূরে যাও,
ঈশ্বরের কৃপা নাহি তব প্রতি !"
"দয়া কর, হে দেবতা !"
কাঁদিতেছে ভ্রাতৃঘাতী কেইন,
"আমি জানি, করিয়াছি কি মহাপাতক,
সাক্ষ্য তার রহিয়াছে
নিহত আত্মার বুকে লেখা।
বিশ্বাসঘাতক আমি
দীর্ণ করিয়াছি মহাপ্রাণ ;
অভিশপ্ত মৃত্যুর জনক।"
"দয়া কর দেব !" বলি কাঁদিছে জুডাস্,

"মোর পাপ তার চেয়ে হীনতর আরো ;
কৃতঘ্ন ইঙ্গিত মোর
মৃত্যুর কবলে দিল তুলি'
যীশুর পবিত্র আত্মা, প্রদীপ্ত ভাস্কর সম
উদার হৃদয় !"
তারপর দুইজনে করিছে প্রার্থনা—
"হে দেবতা ! মোদের লাগিয়া
ভিক্ষা মাগি লও ক্ষমা ঈশ্বরের কাছে,
একটি আশীর্ব্বাণী ! স্বর্গ হতে হউক বর্ষিত,
বারেকের কৃপাদৃষ্টি দোঁহাকার পরে।"
শান্ত কণ্ঠে কহে দেবদূত—
"বার বার তোমাদের লাগি
ভিক্ষা করিয়াছি ক্ষমা ঈশ্বরের কাছে,
সে কথা পশেনি যেন শ্রবণে তাঁহার,
রয়েছেন নিরুত্তর ;
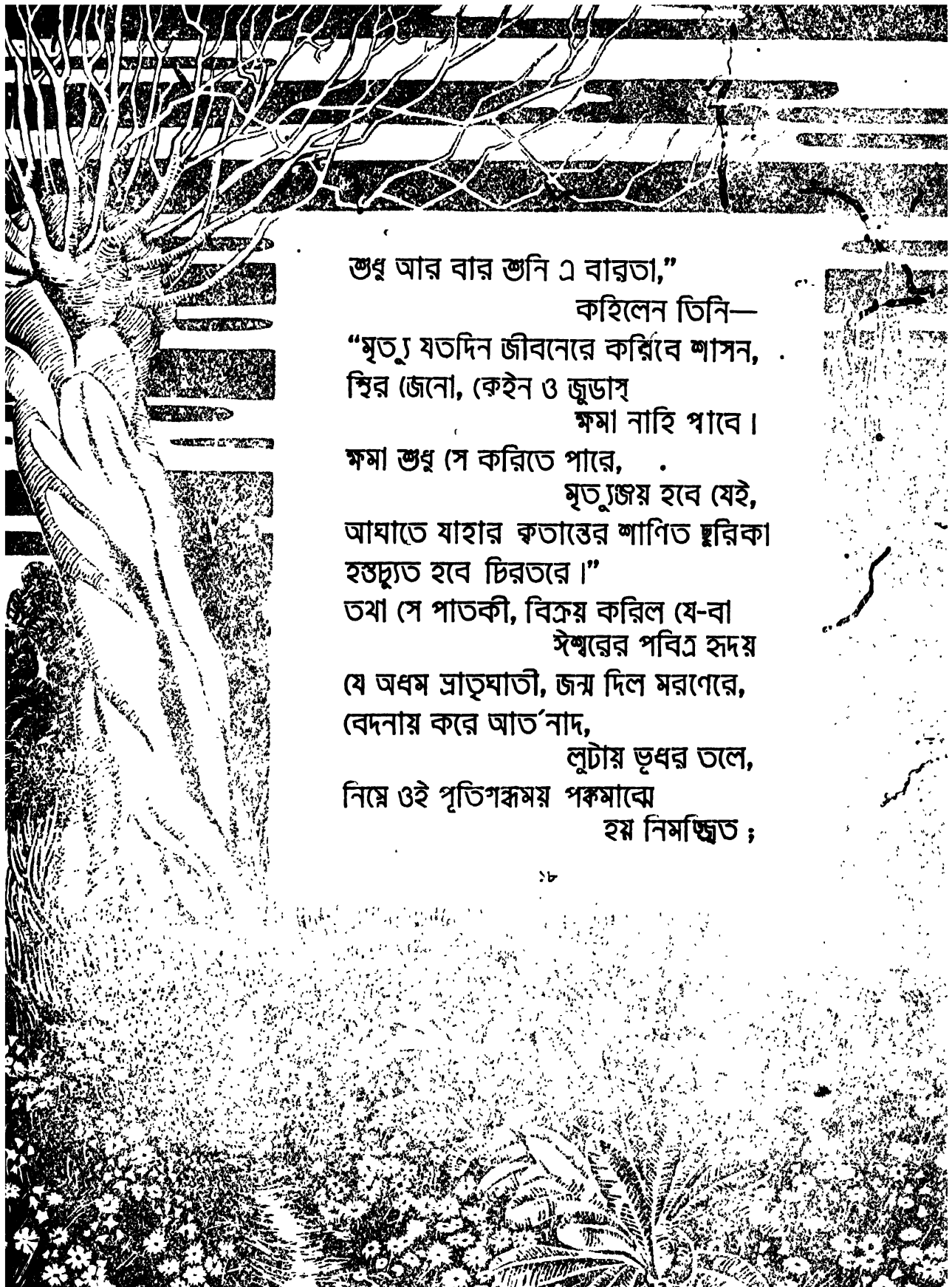
শুধু আর বার শুনি এ বারতা,"

কহিলেন তিনি—

"মৃত্যু যতদিন জীবনেরে করিবে শাসন,

স্থির জেনো, কেইন ও জুডাস্

ক্ষমা নাহি পাবে।

ক্ষমা শুধু সে করিতে পারে,

মৃত্যুজয় হবে যেই,

আঘাতে যাহার কৃতান্তের শাণিত ছুরিকা

হস্তচ্যুত হবে চিরতরে।"

তথা সে পাতকী, বিক্রয় করিল যে-বা

ঈশ্বরের পবিত্র হৃদয়

যে অধম ভ্রাতৃঘাতী, জন্ম দিল মরণেরে,

বেদনায় করে আর্তনাদ,

লুটায় ভূধর তলে,

নিম্নে ওই পূতিগন্ধময় পঙ্কমাঝে
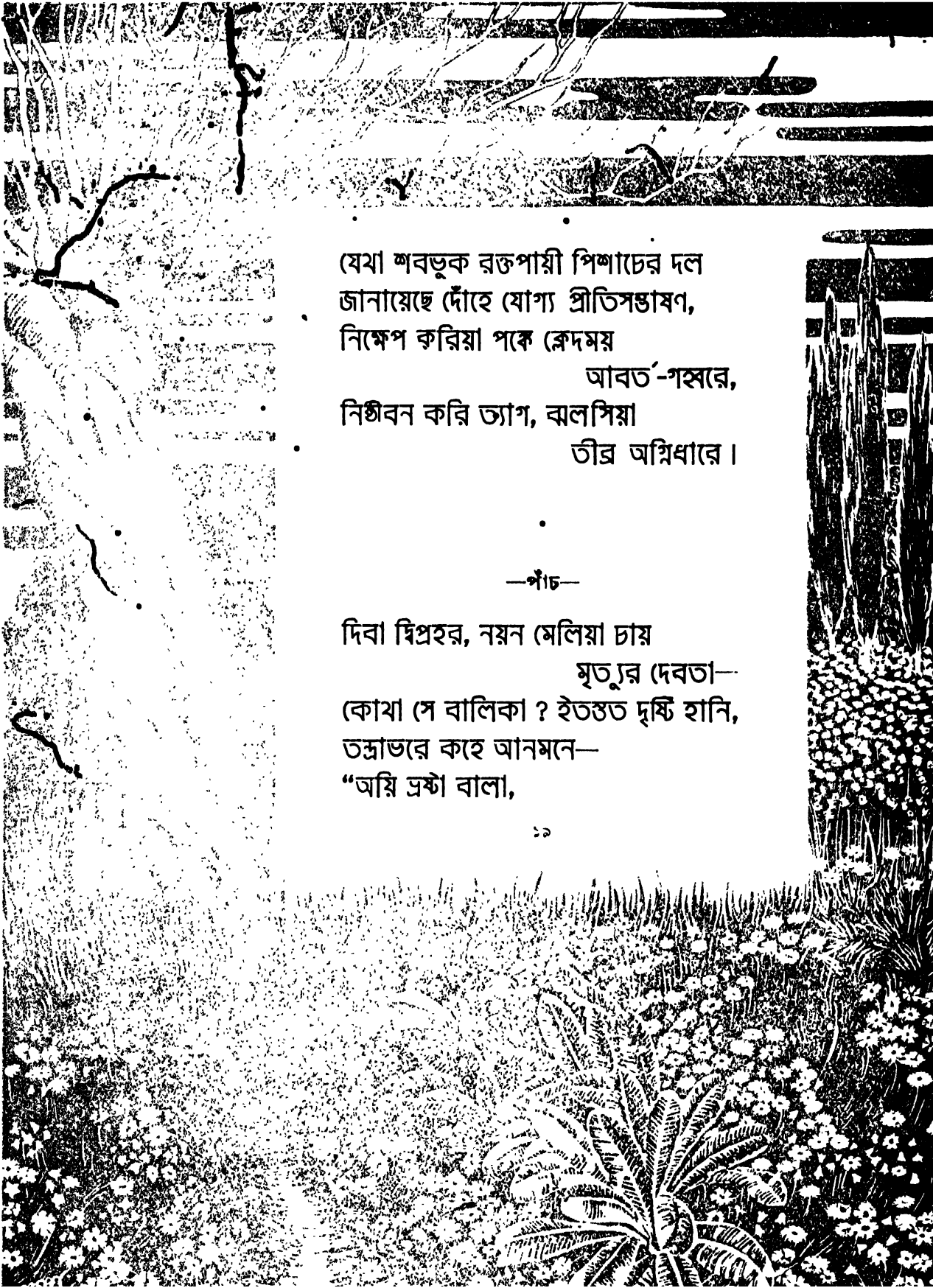
হয় নিমজ্জিত ;
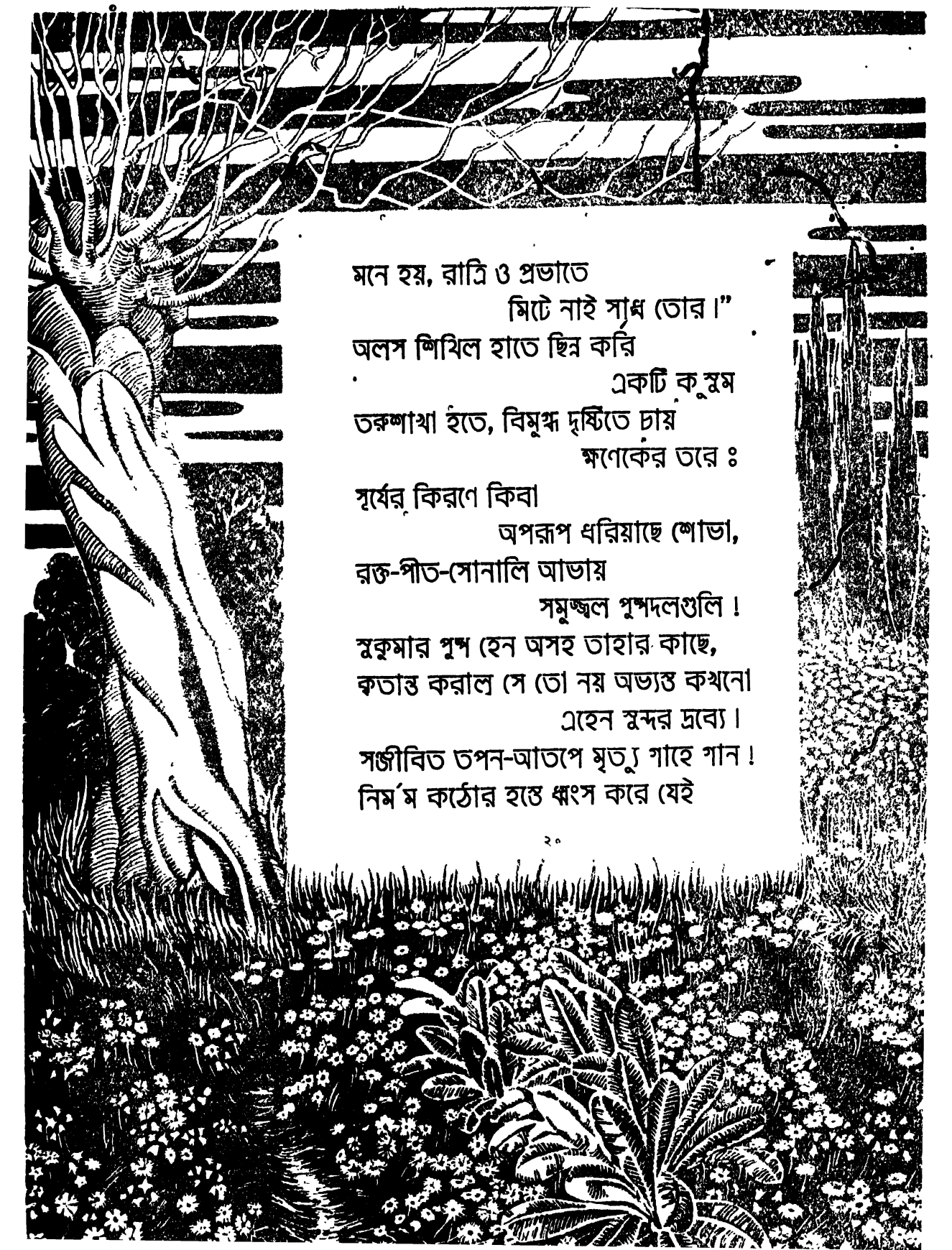
যেথা শবভুক রক্তপায়ী পিশাচের দল
জানায়েছে দোঁহে যোগ্য প্রীতিসম্ভাষণ,
নিক্ষেপ করিয়া পঙ্কে ক্লেদময়
আবর্ত-গহ্বরে,
নিষ্ঠীবন করি ত্যাগ, ঝলসিয়া
তীব্র অগ্নিধারে।

—পাঁচ—

দিবা দ্বিপ্রহর, নয়ন মেলিয়া চায়
মৃত্যুর দেবতা—
কোথা সে বালিকা ? ইতস্তত দৃষ্টি হানি,
তন্দ্রাভরে কহে আনমনে—
"অয়ি ভ্রষ্টা বালা,
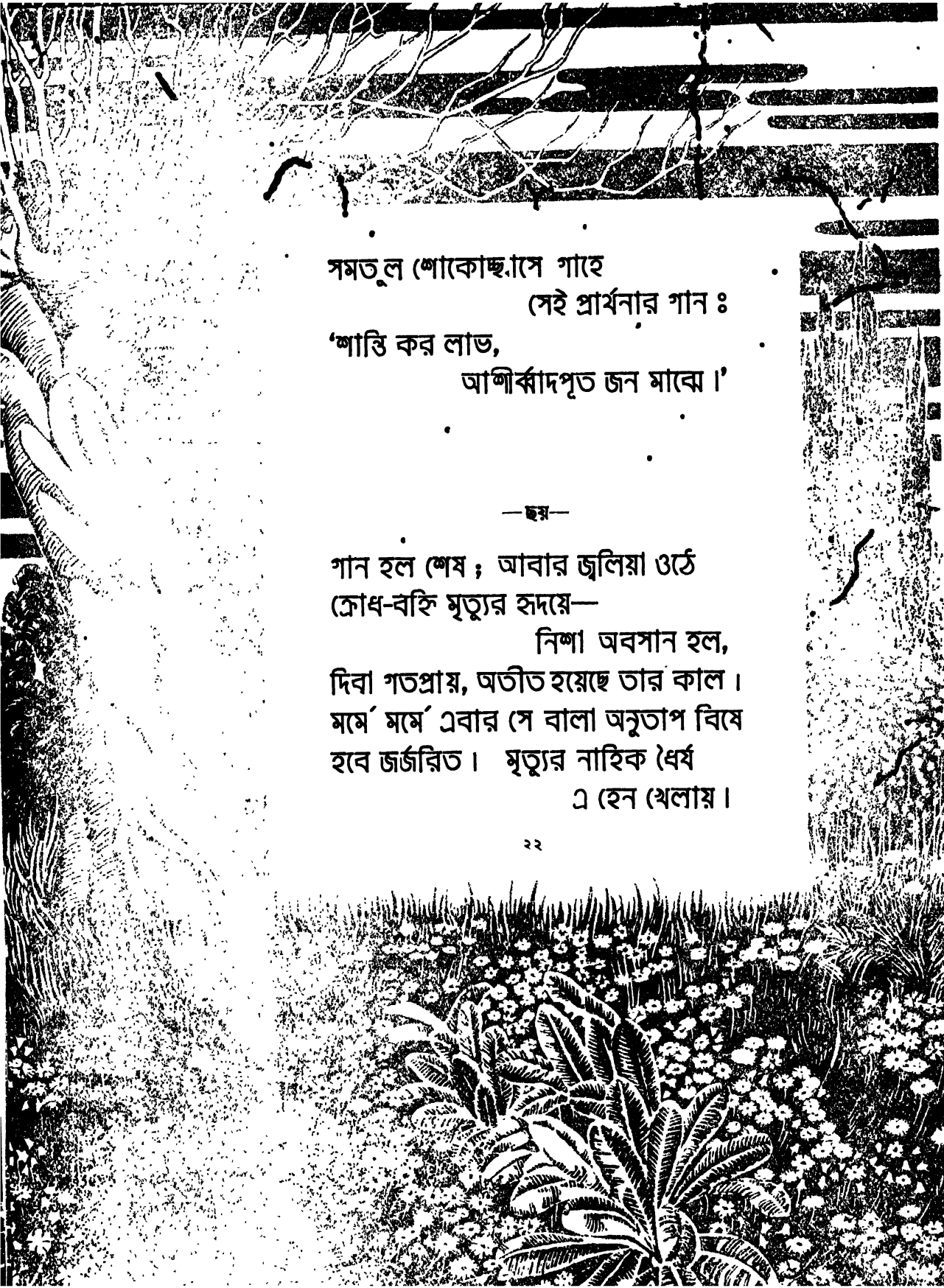
মনে হয়, রাত্রি ও প্রভাতে
মিটে নাই সাধ তোর।”
অলস শিথিল হাতে ছিন্ন করি
একটি কুসুম
তরুশাখা হতে, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চায়
ক্ষণেকের তরে ঃ
সূর্যের কিরণে কিবা
অপরূপ ধরিয়াছে শোভা,
রক্ত-পীত-সোনালি আভায়
সমুজ্জ্বল পুষ্পদলগুলি !
সুকুমার পুষ্প হেন অসহ তাহার কাছে,
কৃতান্ত করাল সে তো নয় অভ্যস্ত কখনো
এহেন সুন্দর দ্রব্যে।
সঞ্জীবিত তপন-আতপে মৃত্যু গাহে গান !
নির্মম কঠোর হস্তে ধ্বংস করে যেই
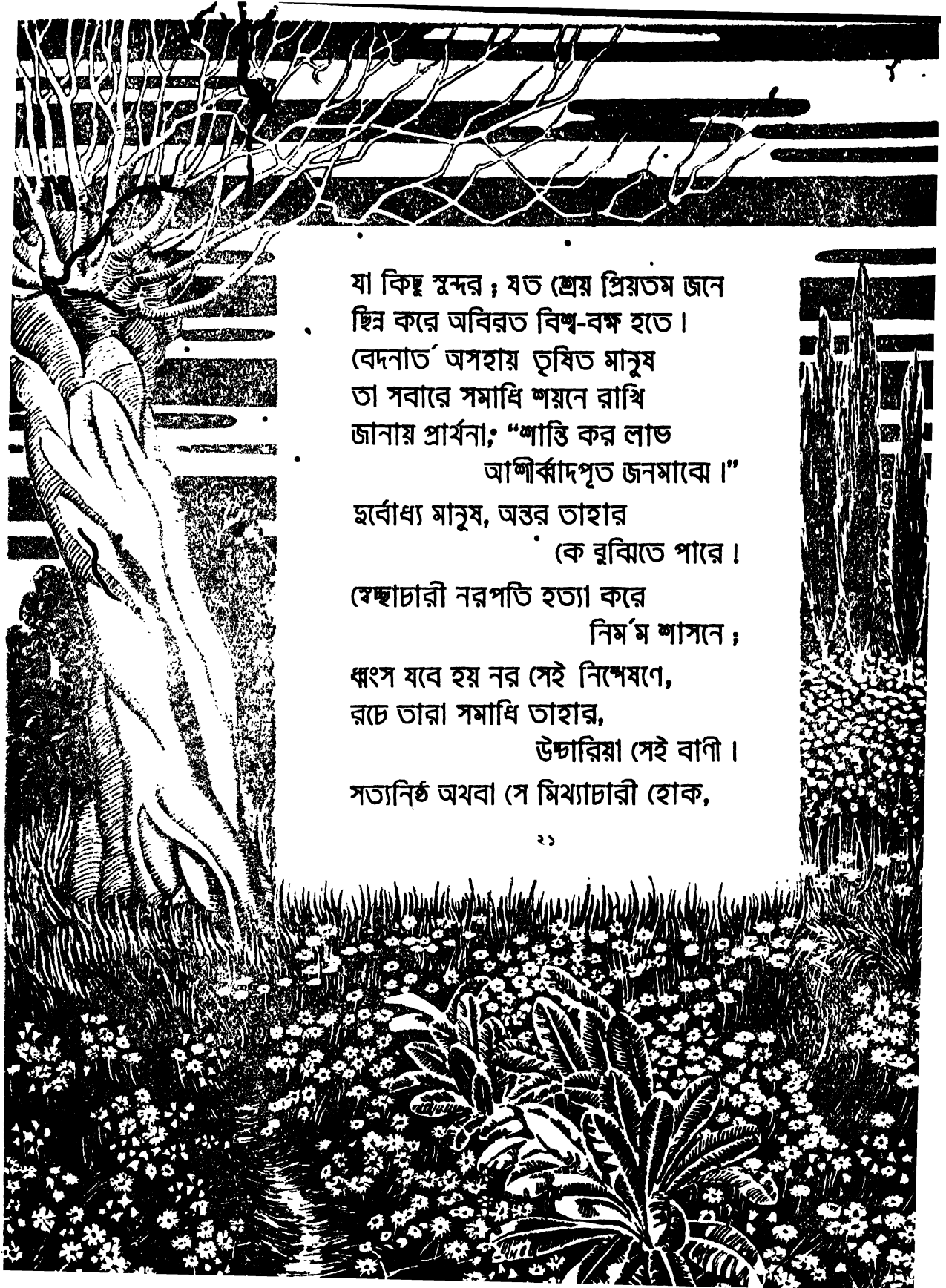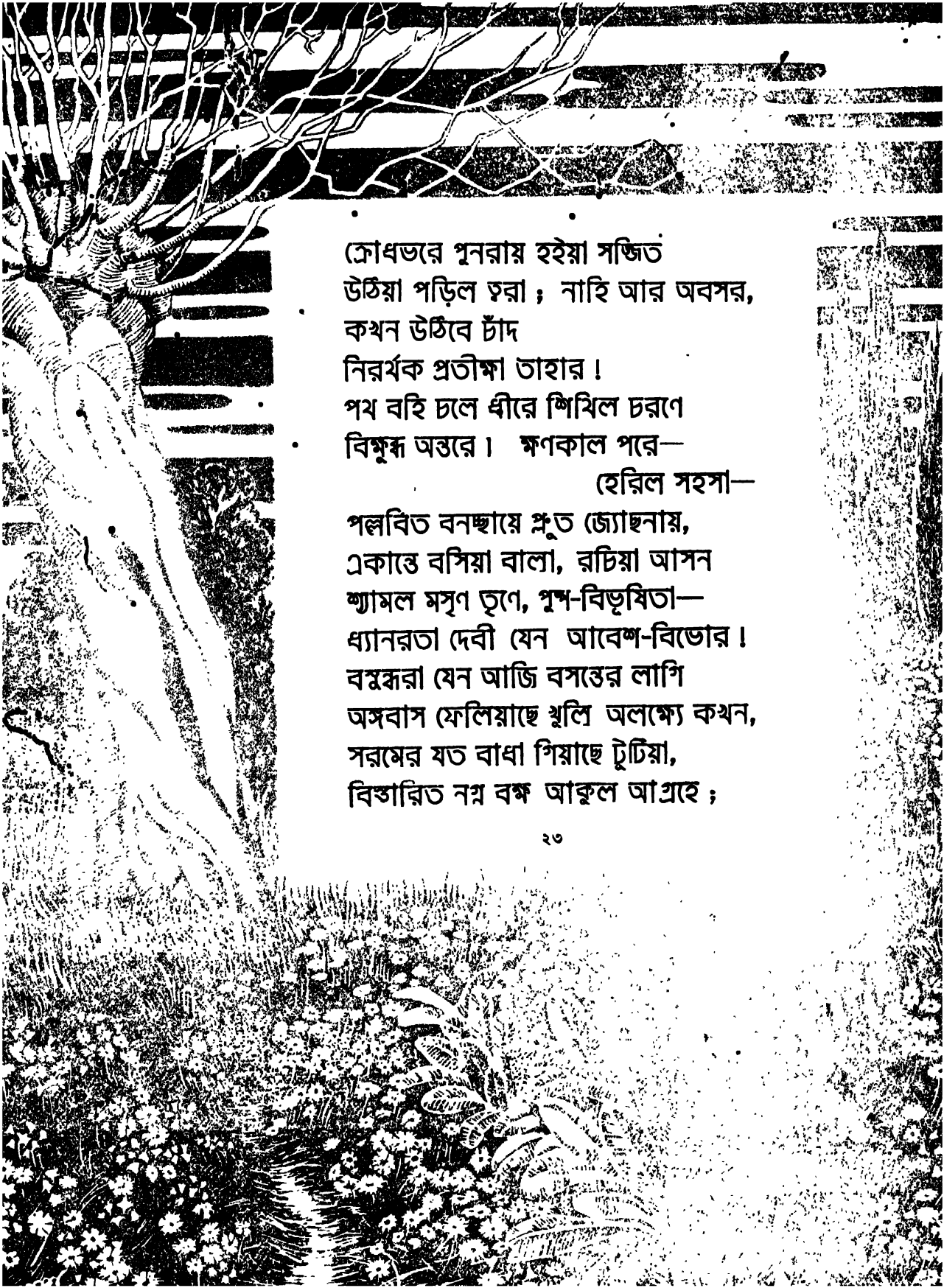
যা কিছু সুন্দর ; যত শ্রেয় প্রিয়তম জনে
ছিন্ন করে অবিরত বিশ্ব-বক্ষ হতে।
বেদনার্ত অসহায় তৃষিত মানুষ
তা সবারে সমাধি শয়নে রাখি
জানায় প্রার্থনা; "শান্তি কর লাভ
আশীর্ব্বাদপূত জনমাঝে।"
দুর্বোধ্য মানুষ, অন্তর তাহার
কে বুঝিতে পারে।
স্বেচ্ছাচারী নরপতি হত্যা করে
নির্মম শাসনে ;
ধ্বংস যবে হয় নর সেই নিষ্পেষণে,
রচে তারা সমাধি তাহার,
উচ্চারিয়া সেই বাণী।
সত্যনিষ্ঠ অথবা সে মিথ্যাচারী হোক,

সমতুল শোকোচ্ছ্বাসে গাহে
সেই প্রার্থনার গান ঃ
'শান্তি কর লাভ,
আশীর্ব্বাদপূত জন মাঝে।'

—ছয়—
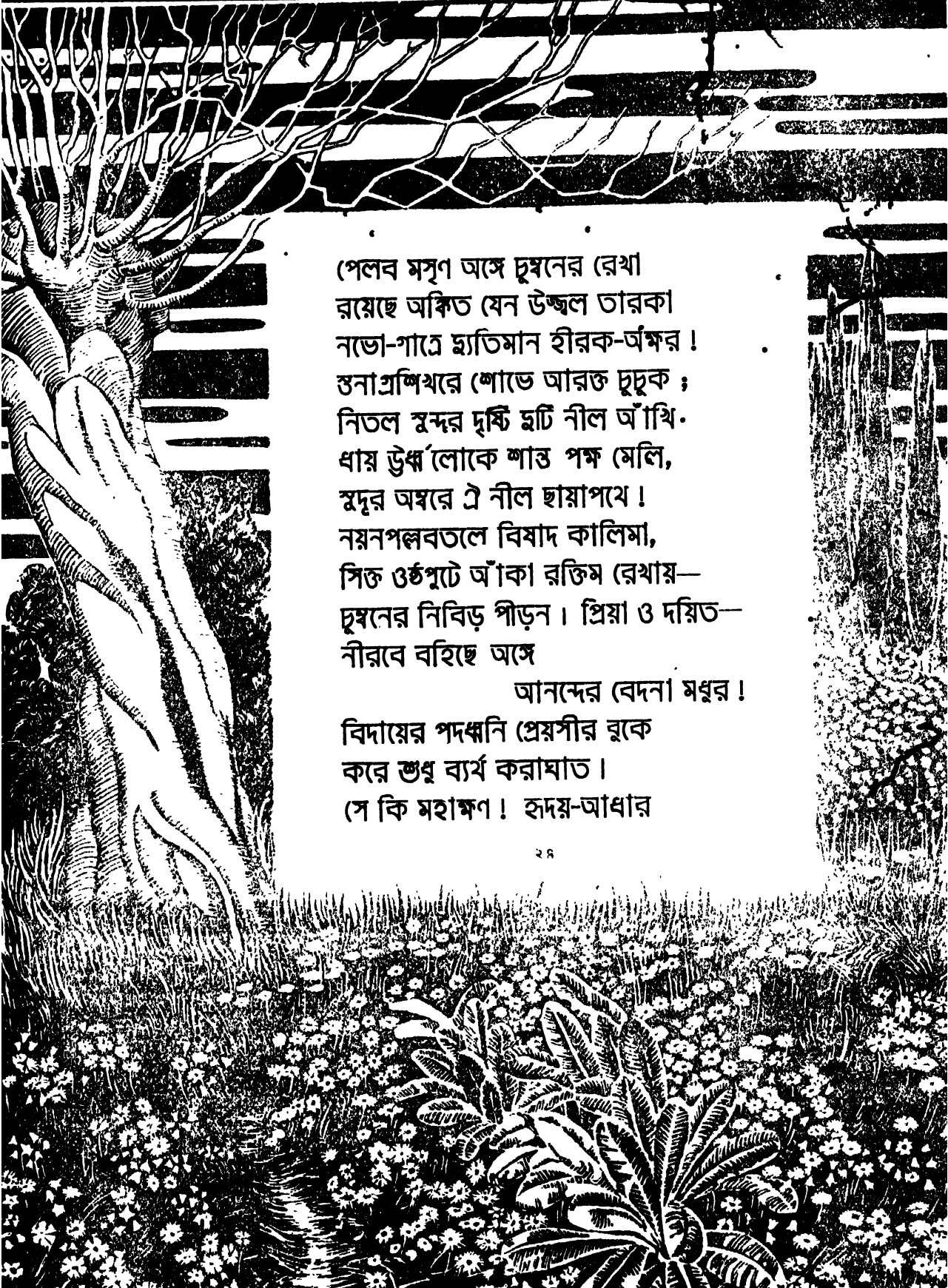
গান হল শেষ ; আবার জ্বলিয়া ওঠে
ক্রোধ-বহ্নি মৃত্যুর হৃদয়ে—
নিশা অবসান হল,
দিবা গতপ্রায়, অতীত হয়েছে তার কাল।
মর্মে মর্মে এবার সে বালা অনুতাপ বিষে
হবে জর্জরিত। মৃত্যুর নাহিক ধৈর্য
এ হেন খেলায়।

ক্রোধভরে পুনরায় হইয়া সজ্জিত
উঠিয়া পড়িল ত্বরা ; নাহি আর অবসর,
কখন উঠিবে চাঁদ
নিরর্থক প্রতীক্ষা তাহার !
পথ বহি চলে ধীরে শিথিল চরণে
বিক্ষুব্ধ অন্তরে। ক্ষণকাল পরে—
হেরিল সহসা—
পল্লবিত বনচ্ছায়ে প্লুত জ্যোছনায়,
একান্তে বসিয়া বালা, রচিয়া আসন
শ্যামল মসৃণ তৃণে, পুষ্প-বিভূষিতা—
ধ্যানরতা দেবী যেন আবেশ-বিভোর !
বসুন্ধরা যেন আজি বসন্তের লাগি
অঙ্গবাস ফেলিয়াছে খুলি অলক্ষ্যে কখন,
সরমের যত বাধা গিয়াছে টুটিয়া,
বিস্তারিত নগ্ন বক্ষ আকুল আগ্রহে ;

পেলব মসৃণ অঙ্গে চুম্বনের রেখা
রয়েছে অঙ্কিত যেন উজ্জ্বল তারকা
নভো-গাত্রে দ্যুতিমান হীরক-অক্ষর!
স্তনাগ্রশিখরে শোভে আরক্ত চুচুক;
নিতল সুন্দর দৃষ্টি দুটি নীল আঁখি·
ধায় ঊর্ধ্বলোকে শান্ত পক্ষ মেলি,
সুদূর অম্বরে ঐ নীল ছায়াপথে!
নয়নপল্লবতলে বিষাদ কালিমা,
সিক্ত ওষ্ঠপুটে আঁকা রক্তিম রেখায়—
চুম্বনের নিবিড় পীড়ন। প্রিয়া ও দয়িত—
নীরবে বহিছে অঙ্গে
আনন্দের বেদনা মধুর!
বিদায়ের পদধ্বনি প্রেয়সীর বুকে
করে শুধু ব্যর্থ করাঘাত।
সে কি মহাক্ষণ! হৃদয়-আধার
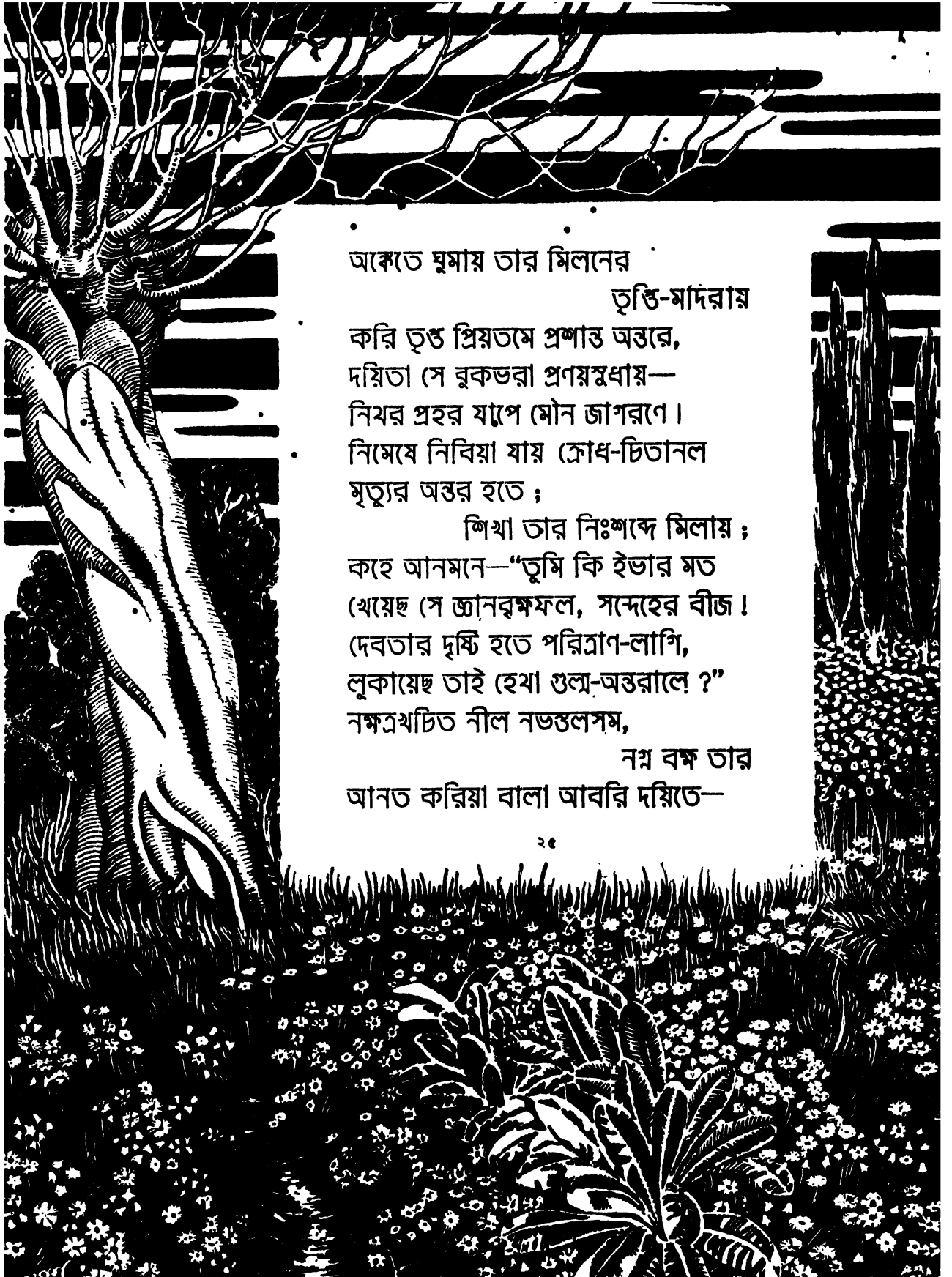
অঙ্কেতে ঘুমায় তার মিলনের
তৃপ্তি-মদিরায়
করি তৃপ্ত প্রিয়তমে প্রশান্ত অন্তরে,
দয়িতা সে বুকভরা প্রণয়সুধায়—
নিথর প্রহর যাপে মৌন জাগরণে।
নিমেষে নিবিয়া যায় ক্রোধ-চিতানল
মৃত্যুর অন্তর হতে ;
শিখা তার নিঃশব্দে মিলায় ;
কহে আনমনে—"তুমি কি ইভার মত
খেয়েছ সে জ্ঞানবৃক্ষফল, সন্দেহের বীজ!
দেবতার দৃষ্টি হতে পরিত্রাণ-লাগি,
লুকায়েছ তাই হেথা গুল্ম-অন্তরালে ?"
নক্ষত্রখচিত নীল নভস্তলসম,
নগ্ন বক্ষ তার
আনত করিয়া বালা আবরি দয়িতে—
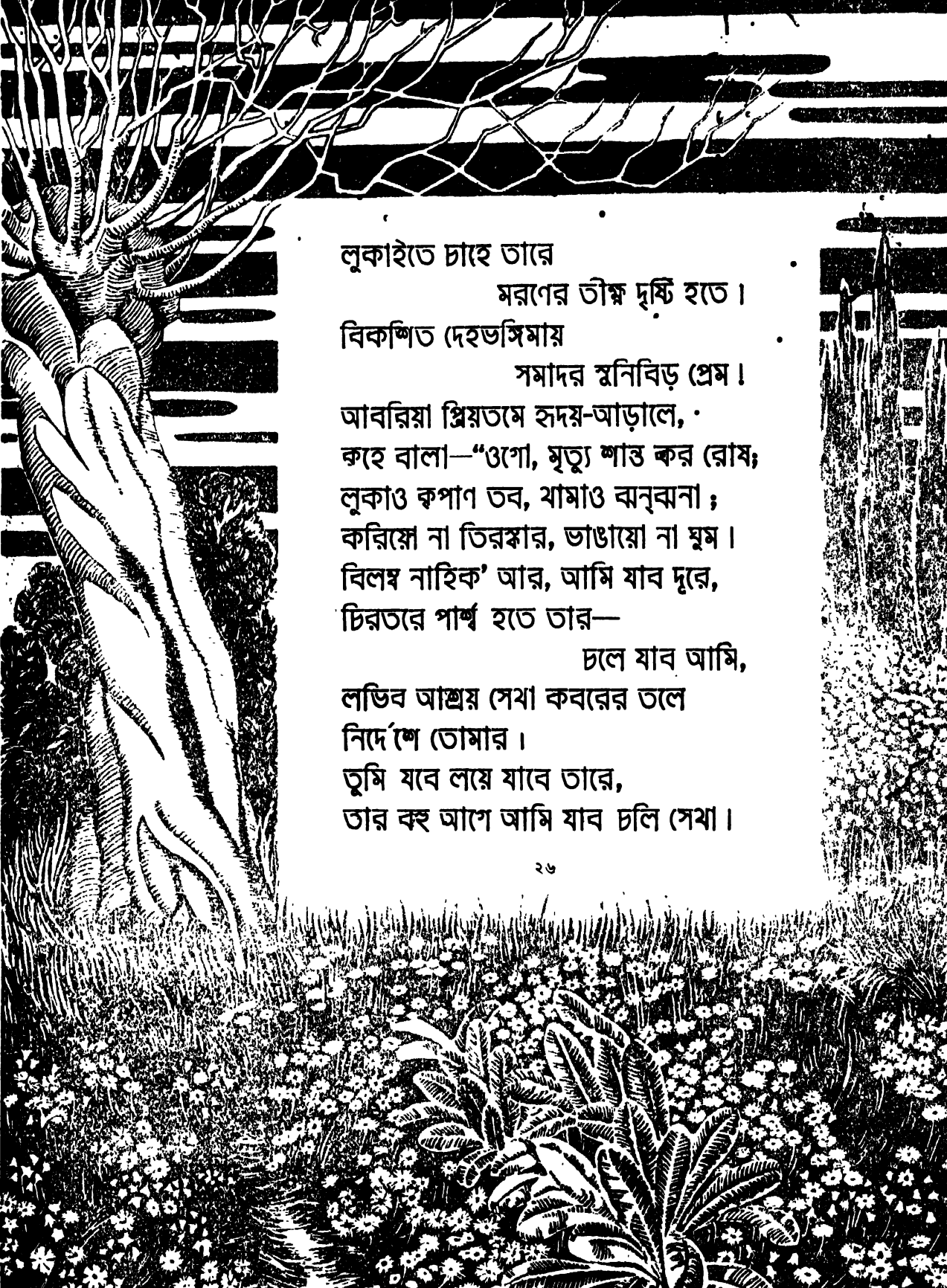
লুকাইতে চাহে তারে
মরণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হতে।
বিকশিত দেহভঙ্গিমায়
সমাদর সুনিবিড় প্রেম।
আবরিয়া প্রিয়তমে হৃদয়-আড়ালে,
কহে বালা—"ওগো, মৃত্যু শান্ত কর রোষ;
লুকাও কৃপাণ তব, থামাও ঝন্‌ঝনা;
করিয়ো না তিরস্কার, ভাঙায়ো না ঘুম।
বিলম্ব নাহিক' আর, আমি যাব দূরে,
চিরতরে পার্শ্ব হতে তার—
চলে যাব আমি,
লভিব আশ্রয় সেথা কবরের তলে
নির্দেশে তোমার।
তুমি যবে লয়ে যাবে তারে,
তার বহু আগে আমি যাব চলি সেথা।
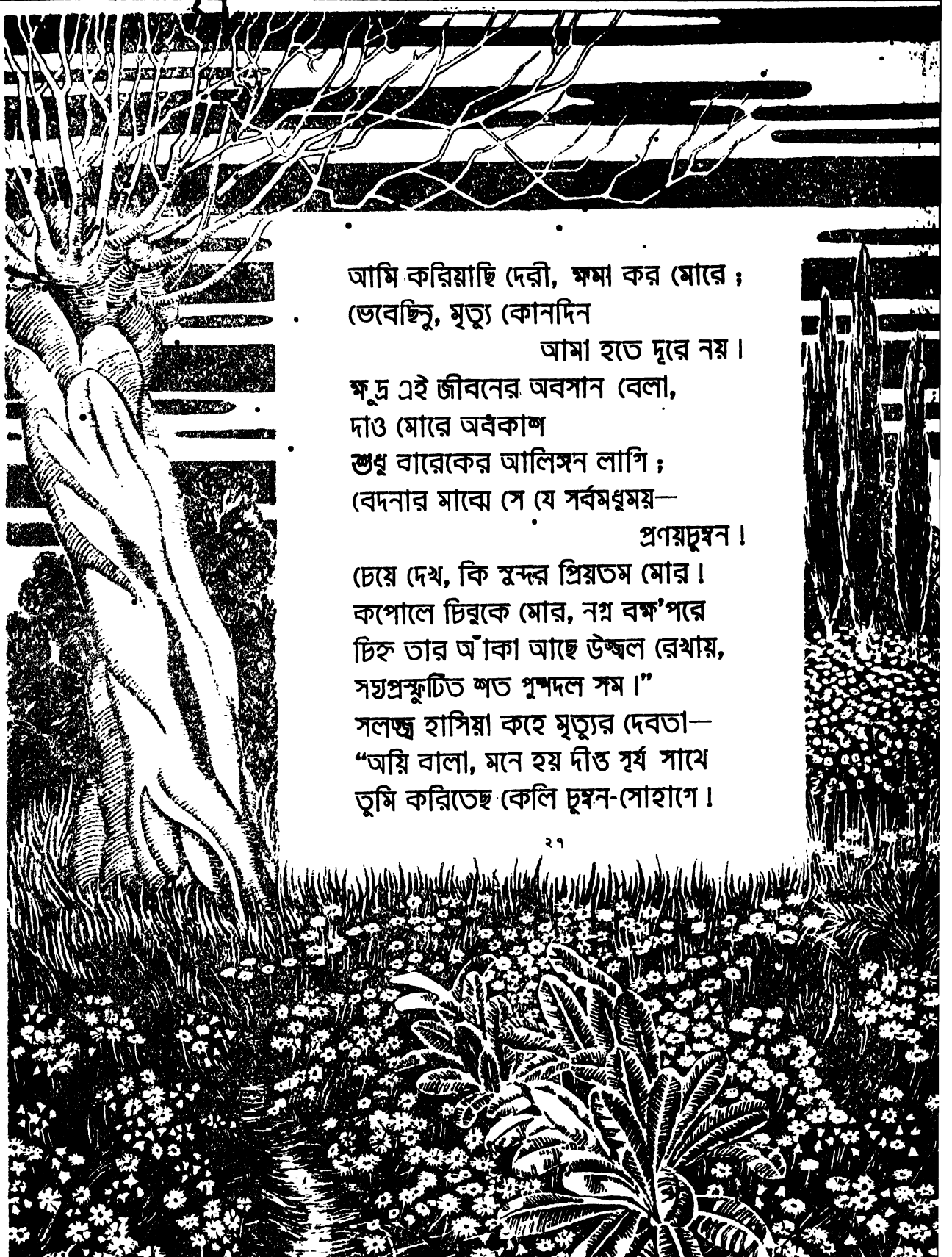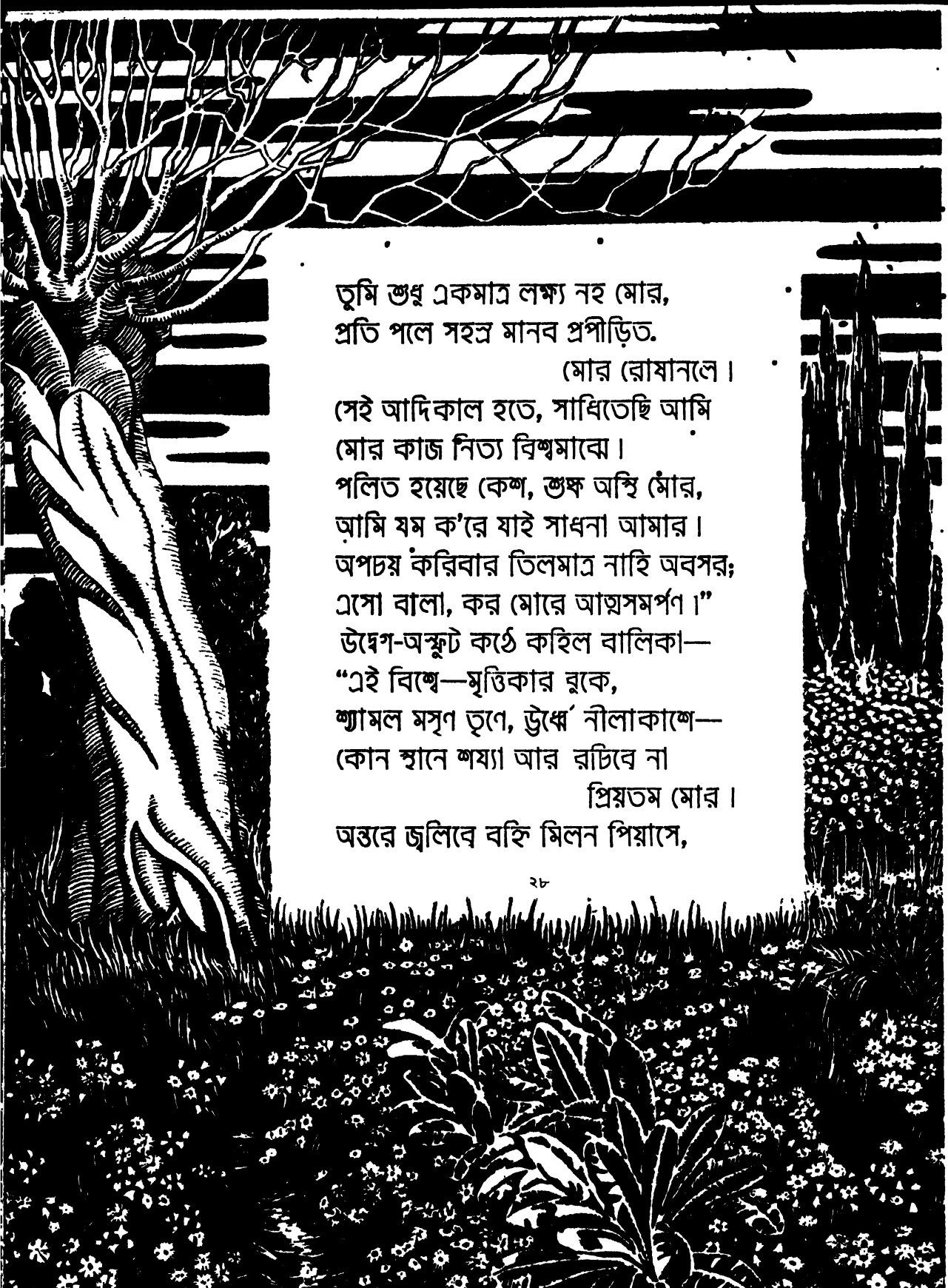
আমি করিয়াছি দেরী, ক্ষমা কর মোরে ;
ভেবেছিনু, মৃত্যু কোনদিন
আমা হতে দূরে নয়।
ক্ষুদ্র এই জীবনের অবসান বেলা,
দাও মোরে অবকাশ
শুধু বারেকের আলিঙ্গন লাগি ;
বেদনার মাঝে সে যে সর্বমধুময়—
প্রণয়চুম্বন।
চেয়ে দেখ, কি সুন্দর প্রিয়তম মোর।
কপোলে চিবুকে মোর, নগ্ন বক্ষ'পরে
চিহ্ন তার আঁকা আছে উজ্জ্বল রেখায়,
সদ্যপ্রস্ফুটিত শত পুষ্পদল সম।"
সলজ্জ হাসিয়া কহে মৃত্যুর দেবতা—
"অয়ি বালা, মনে হয় দীপ্ত সূর্য সাথে
তুমি করিতেছ কেলি চুম্বন-সোহাগে।

তুমি শুধু একমাত্র লক্ষ্য নহ মোর,
প্রতি পলে সহস্র মানব প্রপীড়িত.
মোর রোষানলে।
সেই আদিকাল হতে, সাধিতেছি আমি
মোর কাজ নিত্য বিশ্বমাঝে।
পলিত হয়েছে কেশ, শুষ্ক অস্থি মোর,
আমি যম ক'রে যাই সাধনা আমার।
অপচয় করিবার তিলমাত্র নাহি অবসর;
এসো বালা, কর মোরে আত্মসমর্পণ।"
উদ্বেগ-অস্ফুট কণ্ঠে কহিল বালিকা—
"এই বিশ্বে—মৃত্তিকার বুকে,
শ্যামল মসৃণ তৃণে, ঊর্ধ্বে নীলাকাশে—
কোন স্থানে শয্যা আর রচিবে না
প্রিয়তম মোর।
অন্তরে জ্বলিবে বহ্নি মিলন পিয়াসে,
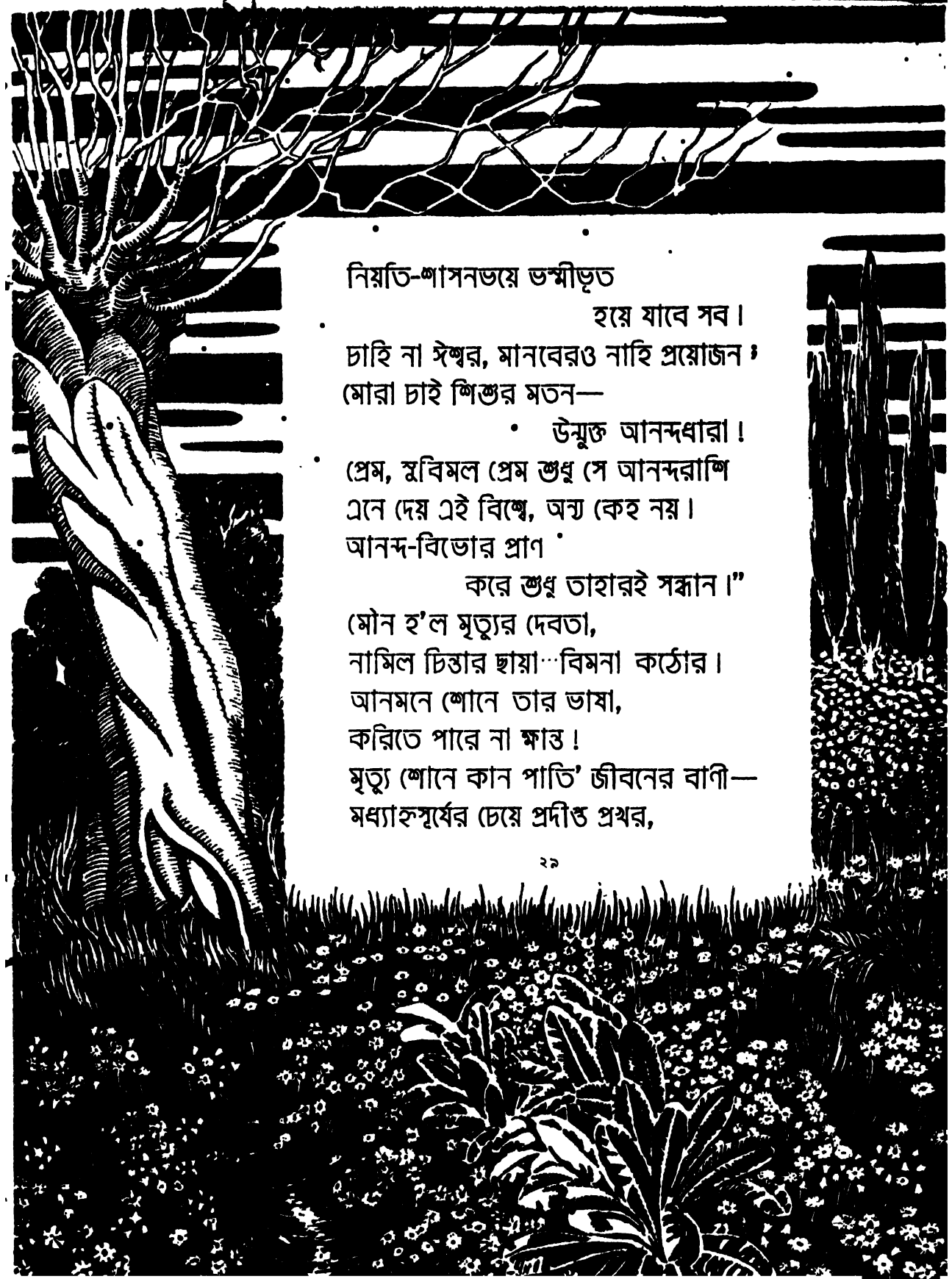
নিয়তি-শাসনভয়ে ভস্মীভূত
হয়ে যাবে সব।
চাহি না ঈশ্বর, মানবেরও নাহি প্রয়োজন ;
মোরা চাই শিশুর মতন—
উন্মুক্ত আনন্দধারা!
প্রেম, সুবিমল প্রেম শুধু সে আনন্দরাশি
এনে দেয় এই বিশ্বে, অন্য কেহ নয়।
আনন্দ-বিভোর প্রাণ
করে শুধু তাহারই সন্ধান।"
মৌন হ'ল মৃত্যুর দেবতা,
নামিল চিন্তার ছায়া...বিমনা কঠোর।
আনমনে শোনে তার ভাষা,
করিতে পারে না ক্ষান্ত!
মৃত্যু শোনে কান পাতি' জীবনের বাণী—
মধ্যাহ্নসূর্যের চেয়ে প্রদীপ্ত প্রখর,
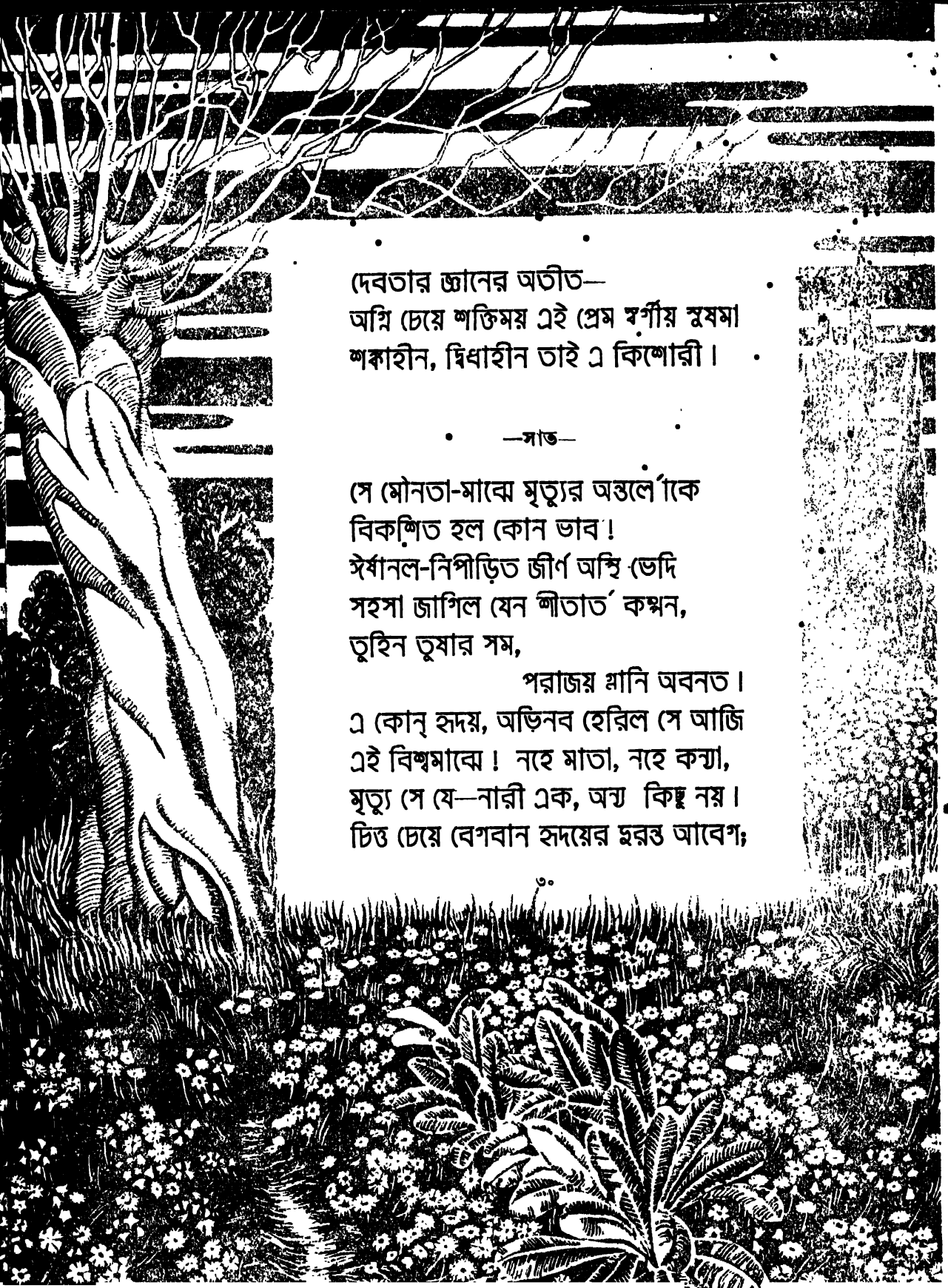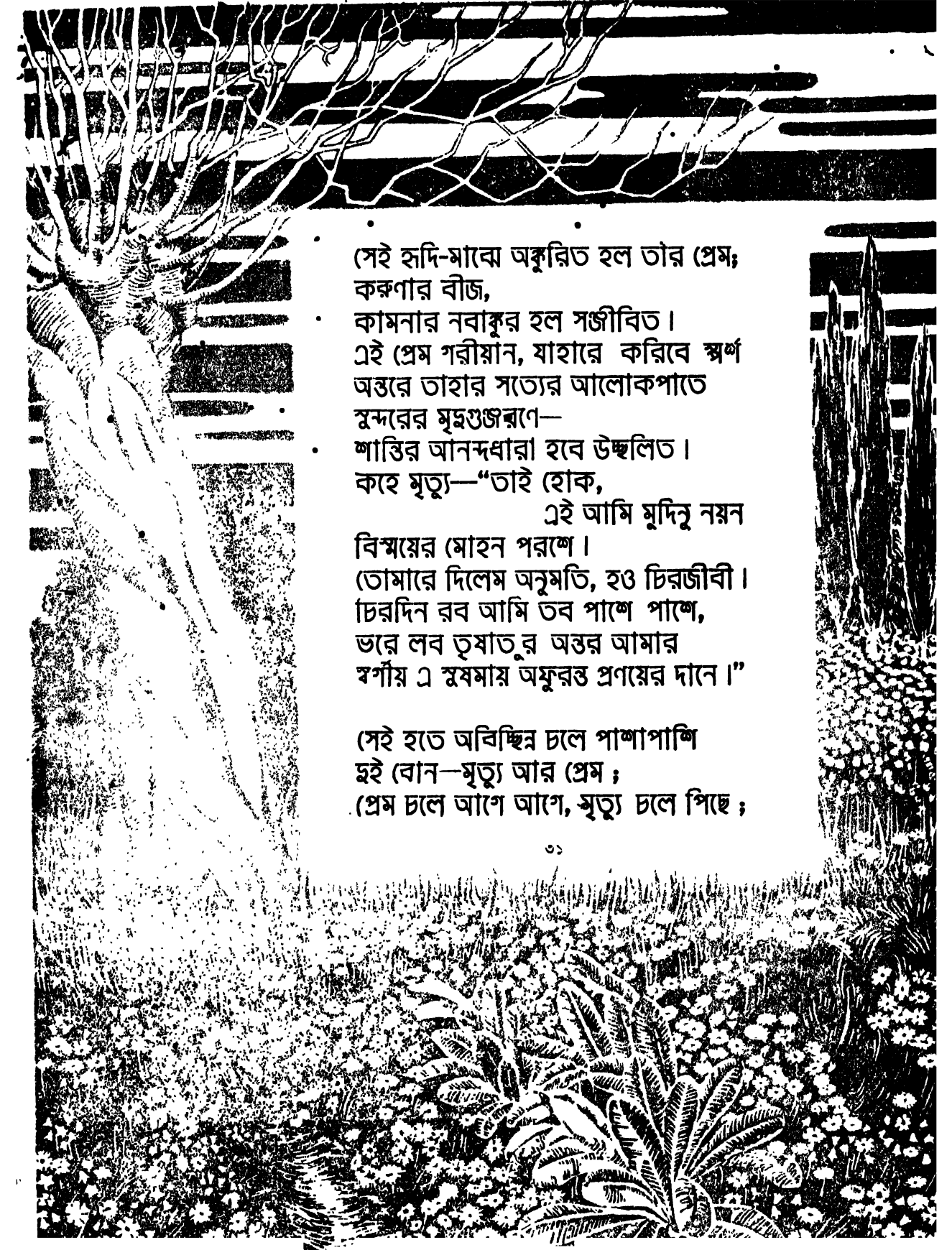
দেবতার জ্ঞানের অতীত—
অগ্নি চেয়ে শক্তিময় এই প্রেম স্বর্গীয় সুষমা
শঙ্কাহীন, দ্বিধাহীন তাই এ কিশোরী।

—সাত—

সে মৌনতা-মাঝে মৃত্যুর অন্তর্লোকে
বিকশিত হল কোন ভাব!
ঈর্ষানল-নিপীড়িত জীর্ণ অস্থি ভেদি
সহসা জাগিল যেন শীতার্ত কম্পন,
তুহিন তুষার সম,
পরাজয় গ্লানি অবনত।
এ কোন্ হৃদয়, অভিনব হেরিল সে আজি
এই বিশ্বমাঝে! নহে মাতা, নহে কন্যা,
মৃত্যু সে যে—নারী এক, অন্য কিছু নয়।
চিত্ত চেয়ে বেগবান হৃদয়ের দুরন্ত আবেগ;

সেই হৃদি-মাঝে অঙ্কুরিত হল তার প্রেম;
করুণার বীজ,
কামনার নবাঙ্কুর হল সঞ্জীবিত।
এই প্রেম গরীয়ান, যাহারে করিবে স্পর্শ
অন্তরে তাহার সত্যের আলোকপাতে
সুন্দরের মৃদুগুঞ্জরণে—
শান্তির আনন্দধারা হবে উচ্ছলিত।
কহে মৃত্যু—"তাই হোক,
এই আমি মুদিনু নয়ন
বিস্ময়ের মোহন পরশে।
তোমারে দিলেম অনুমতি, হও চিরজীবী।
চিরদিন রব আমি তব পাশে পাশে,
ভরে লব তৃষাতুর অন্তর আমার
স্বর্গীয় এ সুষমায় অফুরন্ত প্রণয়ের দানে।"

সেই হতে অবিচ্ছিন্ন চলে পাশাপাশি
দুই বোন—মৃত্যু আর প্রেম;
প্রেম চলে আগে আগে, মৃত্যু চলে পিছে;
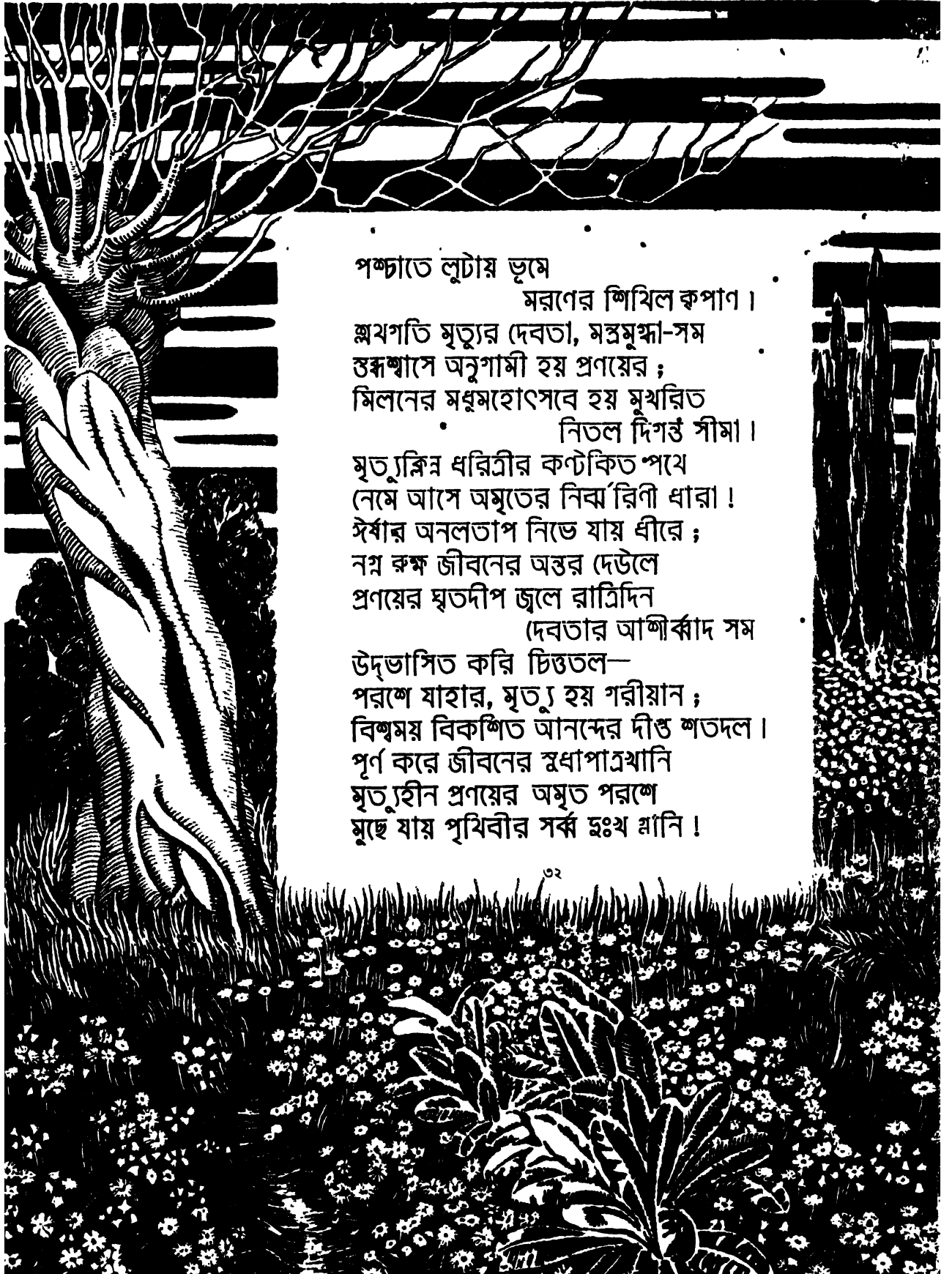
পশ্চাতে লুটায় ভূমে
মরণের শিথিল কৃপাণ।
শ্লথগতি মৃত্যুর দেবতা, মন্ত্রমুগ্ধা-সম
স্তব্ধশ্বাসে অনুগামী হয় প্রণয়ের ;
মিলনের মধুমহোৎসবে হয় মুখরিত
নিতল দিগন্ত সীমা।
মৃত্যুক্লিন্ন ধরিত্রীর কণ্টকিত পথে
নেমে আসে অমৃতের নির্ঝরিণী ধারা !
ঈর্ষার অনলতাপ নিভে যায় ধীরে ;
নগ্ন রুক্ষ জীবনের অন্তর দেউলে
প্রণয়ের ঘৃতদীপ জ্বলে রাত্রিদিন
দেবতার আশীর্ব্বাদ সম
উদ্‌ভাসিত করি চিত্ততল—
পরশে যাহার, মৃত্যু হয় গরীয়ান ;
বিশ্বময় বিকশিত আনন্দের দীপ্ত শতদল।
পূর্ণ করে জীবনের সুধাপাত্রখানি
মৃত্যুহীন প্রণয়ের অমৃত পরশে
মুছে যায় পৃথিবীর সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি !